৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

JANUARY-2016

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদক

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

প্রকাশনায়

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত অ জামায়াতের মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

সংখ্যা-জানুয়ারি-২০১৬

www.sunnijagoran.ga

—ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ—

সাইয়েদ মাসউদুর রহমান - হাওড়া
মুফতী মোখতার আহমাদ - কাজী কোলকাতা
মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কলকাতা
মুফতী নুর আলম রেজবী - কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম
শায়খুল হাদীস মোমতাজুদ্দীন হাবিবী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা
শায়খুল হাদীস মুফতী অয়েজুল হক হাবিবী - রাজমহল
মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মাকবূল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিন ২৪ পরগানা

—ঃ সূচীপত্র ঃ-

—ঃ বিষয় ঃ—	—ঃ পৃষ্ঠা ঃ—
১- নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন	১
২- তিন জনের প্রতি তওবা অয়াজিব	২
৩ - বালাকোট খণ্ডনে এক কলম	৩
৪ - এই সেই 'যৌথ বিবৃতি'	৪
৫ - কোরয়ান হাদীস থেকে উত্তর দিন	৫
৬ - পীর জাদা ত্বহা সিদ্দিকী	৬
৭ - মাযহাব মানা অপরাধ না আশীর্বাদ	৭
৮ - ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য বার্তা	১০
৯ - শরীয়াতে দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন নবী	১৩
১০- রাবেতায়ে মাদারিসে সুন্নীয়া	১৮
১১ - ফাতাওয়া বিভাগ	২১

—ঃ সম্পাদক ঃ—

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত, পিন - ৭৪২৩০৪
মোবাইল নং - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন

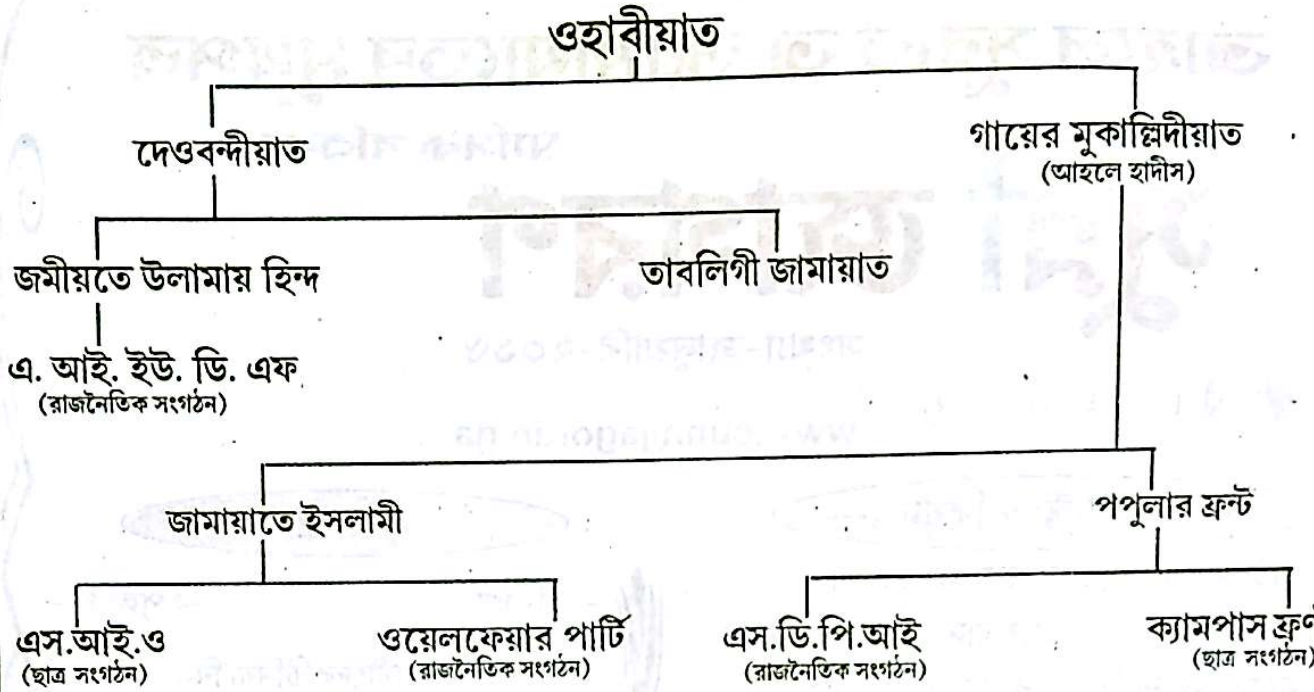

সুন্নী ভাইগন ! যাহাদের নকশায় দেখিতেছেন, তাহারা তো কেবল নকশায় নাই, বরং তাহারা আপনাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে । আপনারা তাহাদের প্রতি যত না লক্ষ রাখিতেছেন তাহারা তদোপেক্ষা বহুগুনে বেশি আপনাদের দিকে লক্ষ রাখিতেছে । তাহারা সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে । কেবল আপনাদের আহবানের অপেক্ষা করিতেছে । মানুষ মাত্রই সুখে দুঃখে পাশের মানুষকে দেখিয়া থাকে । কখনো সাহায্য নিয়া থাকে, আবার কখনো সাহায্য করিয়া থাকে । কিন্তু ঈমানের খাতিরে সাহায্য দেওয়া নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য থাকিবে। কোন ঈমানদার কখনই কোন বেঈমানের নিকট থেকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য নিতে পারিবে না । আনুরূপ কোন বেঈমানকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করিতে পারিবে না । নকশায় যাহাদের দেখিতেছেন তাহাদের ব্যপারে এই ঈমানী কথাটি অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে । যাহাদের নিকট দ্বীন ইসলামের কোন মূল্য নাই, তাহারা সব সময়ে বাতিলের সঙ্গে সমঝতা করিয়া চলিতে চাহিবে । সুন্নী ভাইগন ! নিশ্চয় দুনিয়া অপেক্ষা দ্বীনের দাম বহুগুনে বেশি । বরং দ্বীনের মুকাবিলায় দুনিয়ার কোন দামই নাই । সূতরাং এই অস্থায়ী দুনিয়ার জন্য বাতিলের সহিত সমঝোতা করিয়া স্থায়ী দ্বীনকে বর্বাদ করিবেন না ।

আপনার দায়িত্ব

আপনার দায়িত্ব কি কিছুই নাই ? একেবারে হতবাক হইয়া বসিয়া থাকিবেন না । আপনার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের অভাব নাই । তাহাদের সহিত দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা চালাইয়া যান যে, হঠাৎ করিয়া কোন জিনিষ পরিবর্তন করিয়া ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না । আমাদের মাযহাবে হাজার হাজার আলেম থাকিতে হঠাৎ করিয়া একজন খৃষ্টান মার্কা মানুষের কথায় পড়িয়া যাইবেন কেন ! নামাজের পরে দোয়া করাতো এমন কোন কুকর্ম বলিয়া মনে হইতেছে না । তবে তাড়াতাড়ি করিয়া দোয়া তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবো কেন ? জাকির নায়েক, সহী হাদীস তো দুরের কথা কোন যইফ হাদীসে দেখাইতে পারিবে না যে, নামাজের পরে দোয়া করা গোনাহের কাজ । বরং হাদীস পাকে প্রেরনা দেওয়া হইয়াছে যে, ফরজ নামাজের পরে দোয়া করিলে দোয়া কবুল হইয়া থাকে। (মিশকাত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিন জনের প্রতি তওবা অয়াজিব

গত ২/১১/২০১৫ সোমবার রাতে জলঙ্গীর কিত্তুনিয়া পাড়ায় সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফী জামায়াতের ডাকে একটি কন্ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। এই কন্ফারেন্সে বহু আলেম উপস্থিত হইয়া ছিলেন। জনৈক মাওলানা সাহেব আমার হাতে একখানা বই দিয়া পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়া থাকে। বইটির নাম 'গুলশানে আলীমপুরী আলীমপুরী ভক্তি গীতি'। বইটির সম্পাদনায় রহিয়াছেন হজরত মাওলানা ক্বারী মোঃ আব্দুর রহিম নক্বশে বন্দী মোজাদ্দেদী। বইটির প্রকাশনায় রহিয়াছেন হজরত শাহ আব্দুল কাদের নকসা বন্দী মোজাদ্দেদী। বইটির সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে- মোঃ আলিমুদ্দীন রেজবী। বইটির প্রথম গজলটির কয়েকট লাইন নিম্নে উদ্ধৃর করা হইলো -

ওগো খোদা তুমি কে ? তাই,
কে জানাবে তোমার পরিচয়, ...
তুমি চালাও তুমি চলো,
তাই দেখে মোর সন্দেহ হয়।
তুমি বাদশা হয়ে তখতে বস,
তুমি কৃষান হয়ে জমি চষ,
তুমি বৈদ্য হয়ে রোগ বিনাশ,
রুগী হয়ে রও শয্যায়।
তুমি গায়ক হয়ে গাওনা ধর,
তুমি শ্রোতা হয়ে শ্রবন করো,
তুমি ভক্ষক হয়ে ভক্ষণ করো,
তুমি রক্ষক শোনা যায়।
আলেমের মুখেতে শুনি,
খাওনা তুমি দানা পানি,
তুমি দানা তুমি-ই পানি,
.....

আল্লাহ তায়ালার জাত বা সত্বা হইল অতি পবিত্র। সেই পবিত্র সত্বার শান বিরোধী সামান্যতম কথা চরম পর্যায়ের কুফরী। গজলের মধ্যে এমন কিছু কথা প্রয়োগ করা হইয়াছে যেগুলি অনিবার্য কুফরী সন্দেহ নাই। যেমন আল্লাহ তায়ালাকে বলা হইয়াছে - কৃষান, রুগী, গায়ক, ভক্ষক, দানা ও পানি ইত্যাদি নাউজুবিল্লাহ, হাজার হাজার বার নাউজুবিল্লাহ ! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা 'চলা' থেকে পবিত্র এবং তাহার সত্ত্বায় সন্দেহ করা কুফরী। আরো প্রকাশ থাকে যে, যাহারা কুফরী কথা সম্পাদনা করিয়া থাকে, যাহারা কুফরী কথা প্রকাশ করিয়া থাকে ও যাহারা কুফরী কথার সপক্ষে অভিমত দিয়া থাকে তাহারা সবাই কাফের। সুতরাং আব্দুর রহিম নক্বশেবন্দী মোজাদ্দেদীর কুফরী কথা গুলি সম্পাদন ও সমর্থন করিবার কারনে তাহার উপরে কুফরী আসিয়া গিয়াছে। আব্দুল কাদের নক্বশেবন্দী মোজাদ্দেদী কুফরী কথা গুলি প্রকাশ করিবার কারনে তাহার উপরে কুফরী আসিয়া গিয়াছে, আলিমুদ্দিন রেজবী বইটির সমর্থনে যে ভাষায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে তাহার উপরেও কুফরী আসিয়া গিয়াছে। যেমন সে লিখিয়াছে - গজল ও গজলের বই জগতে এক নব-সংযোজন ও সুন্দর আর্কষন 'গুলশানে আলিমপুরী' ও 'আলিমপুরী ভক্তিগীতি'। গজলের বইটির পান্ডলিপি মোটামুটি ভাবে দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। এতে আমার মনে হয়েছে যে গজলের বইটি নবী প্রেমিক ও মুর্শিদ প্রেমিক মানুষের আত্মার খোরাক জোগাবে। সংকলক ও প্রকাশকগনের মঙ্গল এবং বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ !

মোঃ আলিমুদ্দিন রেজবী
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক - নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা
পোঃ - বাড়ালা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। তাং - ২২/০১/২০১৪।

প্রকাশ থাকে যে, বইটির প্রথম গজলটি হইল কুফরে পরিপূর্ন। প্রথম গজলটি নজরে পড়ে নাই এই কথা কেহ বিশ্বাস করিবেনা। যাইহোক এখন শেষ কথা হইলো যে, তিন জন কেহ কুফর থেকে দুরে নাই। তিন জনের উপরে তওবা অয়াজিব হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যতক্ষন পর্যন্ত মোঃ আব্দুর রহিম নক্বশেবন্দী মোজাদ্দেদী, আব্দুল কাদের নক্বশেবন্দী মোজাদ্দেদী ও আলি মুদ্দিন রেজবী তওবা নামা প্রকাশ না করিবে ততোক্ষন পর্যন্ত তাহাদের সালাম করা, তাহাদের হাতে মুরীদ হওয়া ও তাহাদের পিছনে নামাজ পড়া নাজায়েজ হইবে। আর পাঠকগনকে বলিতেছি, যাহাদের কাছে বইটি রহিয়াছে তাহারা অবশ্যই প্রথম গজলটি বাদ দিয়া দিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বালাকোর্ট খণ্ডনে এক কলম

আজীজুল হক কাসেমী সাহেব তাহার হাজের নাজের প্রসঙ্গ পুস্তকে ২৩ পৃষ্ঠায় আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানের 'আল মালফুজ' কিতাবের তৃতীয় খন্ডে ২৬/২৭ পৃষ্ঠা থেকে আ'লা হজরতের বর্ননা করা একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়া শেষে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আমরা বহু হাদীসের কিতাব অনুসন্ধান করিবার পরেও এই হাদীসটি কোন কিতাবে পাওয়া যায় নাই যেমন ভাবে আহমাদ রেজা খান সাহেব বর্ননা করিয়াছেন। 'ফলে আমার প্রবল ধারনা জাগিয়াছে যে, খান সাহেব মিশকাত শরীফ বা মুসলিম শরীফের ঐ হাদীসটিকেই বিকৃত করিয়া ঐ ভাবে বর্ননা করিয়াছেন। তাঁহার অনুসারীগন যদি এই কথা না মানে তাহা হইলে হাদীসটি কোন নির্ভর যোগ্য কিতাবে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখান। নচেৎ তাহাদের আ'লা হজরত? হাদীস বিকৃত কারী বলিয়া প্রমানিত হইবেন। (হাজের নাজের প্রসঙ্গ ২৭ পৃষ্ঠা)

ইহার জবাবে আমি বলিতে চাহিতেছি - (ক) আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান তাঁহার জামানায় দুনিয়ায় সব চাইতে বড় আলেমদের মধ্যে গন্য ছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃত কোন হাদীস বিকৃত করিবেন বলিয়া সুন্নী জগতে কাহার বিশ্বাস হয় না। তাঁহার ইল্ম সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার মত আলেম আমরা নয়। এইজন্য আমার পূর্ন ধারনা যে, নিশ্চয় তিনি কোন কিতাবের উপর নজর রাখিয়া বলিয়াছেন।

(খ) আ'লা হজরতের নিকট কিংবা তাঁহার নজরে যত কিতাব ছিল সে সম্পর্কে আমরা কেহ দাবী করিতে পারিবনা যে, আমাদের নিকট কিংবা আমাদের নজরে ততো কিতাব রহিয়াছে। আনুরূপ আজীজুল হক কাসেমী সাহেবও দাবী করিতে পারিবেন না যে, তাহাদের নিকট সমস্ত কিতাব রহিয়াছে।

(গ) আ'লা হজরত হাদীসটির মুল আরবী উদ্ধৃত করতঃ অনুবাদ করেন নাই যে, তিনি অনুবাদের মধ্যে রদবদল করিয়াছেন বলা যাইবে, বরং তিনি ভাবার্থ বর্ননা করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তাহাকে হাদীস বিকৃত কারী বলা যায় না।

যাইহোক, এবিষয়ে আমি আমার অক্ষমতা স্বীকার করিবার পরে আজীজুল হক কাসেমী সাহেবকে বলিতেছি, মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমিরী দেওবন্দী সাহেবকে দেওবন্দী জগৎ ইমামুল আসার বলিয়া থাকে। তিনি বোখারী শরীফের শারাহ ফায়জুল বারী তৃতীয় খন্ড ৩৩১/৩৩২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন - " والفيل نجس العين عند ابى يوسف رحمه الله تعالى " ইমাম আবু ইউসুফ রহমা তুল্লাহি আলাইহির নিকটে হাতী নাজাসুল আইন অর্থাৎ মুলতঃ নাপাক।

আজীজুল হক সাহেব! আপনি তথা সমস্ত দেওবন্দী মৌলবীদের নিকট আমার দাবী যে, আনওয়ার শাহ কাশমিরীর উক্তির সপক্ষে কোন কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করুন। অন্যথায় প্রমান হইবে যে, আনওয়ার শাহ কাশমিরী ইমাম আবু ইউসুফের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন।

আজীজুল হক সাহেব! আবার দেখুন, আপনাদের খুব নির্ভর যোগ্য কিতাব 'বারাহীনে কাতিয়া'। রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেবের নির্দেশে খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব এই কিতাব খানা লিখিয়াছেন। বারাহীনে কাতিয়ার ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন -"شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھکو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں" 'শায়েখ অব্দুল হক বর্ননা করিতেছেন যে, (হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন) আমার দেওয়ালের পিছনের খবর নাই।'

আজীজুল হক সাহেব! শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী কোন কিতাবে এই বর্ননা করিয়াছেন এবংতিনি এবিষয়ে কি মন্তব্য করিয়াছেন? তাহা কিতাবের নাম উদ্ধৃতি করা আপনাদের দাইত্ব। অন্যথায় প্রমান হইয়া যাইবে যে, শায়েখের নামে আপনাদের বুজুর্গগন মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। কেবল তাই নয় বরং হুজুর পাকের প্রতি মিথ্যা কথা বলিলে জাহান্নাম রেজিস্টারী করা হইয়া থাকে। পাঠকদের অবগতির জন্য বলিতেছি, এই সেই খলিল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব যিনি কেবল 'বারাহীনে কাতিয়া' এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এমন কথা নয় বরং মিথ্যা বলাই হইল মৌলবী সাহেবের মজ্জাগত রোগ। এই আম্বেহঠী সাহেব যেন তেন প্রকারে নিজেদের কুফরী ঢাকিবার জন্য আরব শরীফের মহান মুফতীদের কাছে সাধু হইবার জন্য ঘরের কোনায় বসিয়া 'আল মোহান্নাদ' রচনা করতঃ দুনীয়াকে ধোকার মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন । বর্তমানে দেওবন্দী মৌলবীরা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেবের 'আল মোহান্নাদ' এর উপরে গৌরব করিয়া থাকেন । অথচ এই কিতাবটির আদ্যোপান্ত মিথ্যা । ইহার সত্যতা প্রমানের জন্য আমার লেখা ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর জীবনীর শেষের দিকে আল মোহান্নাদের অসারতা দেখানো হইয়াছে দেখিয়া নিবেন । আজীজুল হক সাহেব ! আপনাদের খুব নির্ভযোগ্য কিতাব তাকবিয়াতুল ঈমান এর ৪৯ পৃষ্ঠায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু অলাইহি অ সাল্লামের কথাকে নকল করতঃ ইসমাঈল দেহলবী বলিয়াছেন -'میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں' আমিও একদিন মরিয়া মাটির সহিত মিলিয়া যাইব । - আজীজুল হক সাহেব বলুল, ইহা কোন হাদীসের অনুবাদ ? দেখাইবার দায়িত্ব আপনাদের । অন্যথায় প্রমান হইবে যে, ইসমাঈল দেহলবী নিশ্চয় হুজুর পাকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন ।

এই সেই 'যৌথ বিবৃতি'

এখন যদিও বাংলার হাজার হাজার মানুষ অবগত হইয়া গিয়াছেন যে, ফুরফুরা পন্থী আলেমরাই দেওবন্দী । তবুও এখনো পর্যন্ত অনেক মানুষ সন্দিহান যে, ফুরফুরা পন্থীরা দেওবন্দী কি না ? ফুরফুরা পন্থীরা সব সময়ে নিজদিগকে দেওবন্দীদের থেকে আড়াল করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও বর্তমানে আর তাহারা আড়ালে থাকিতে পারিতেছেনা । কারণ, তাহাদের বহু স্থানে নিজেদের খানকাগুলিকে তাবলীগ জামায়াতের মারকায করিয়া দিয়াছে । বহু স্থানে নিজেরা মাদ্রাসা মাকতাব তৈরি করতঃ দেওবন্দী আলেমদের দ্বারায় পড়াশোনা করাইতেছে । আর নিজেদের শত শত ছেলেকে দেওবন্দে ও দেওবন্দীদের মাদ্রাসায় পড়াইতেছে । কেবল তাই নয়, এই জামায়াতের একজন মূখ্য আলেম দেওবন্দীদের সহিত হাতে হাত মিলায়া 'যৌথ বিবৃতি' নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করতঃ ঘোষনা করিয়া দিয়াছে যে, ফুরফুরা ও দেবওন্দীরা হইল হক জামায়াত । এই জন্য 'যৌথ বিবৃতি' নামক বিজ্ঞাপনটি প্রথমে পড়িয়া দেখুন !

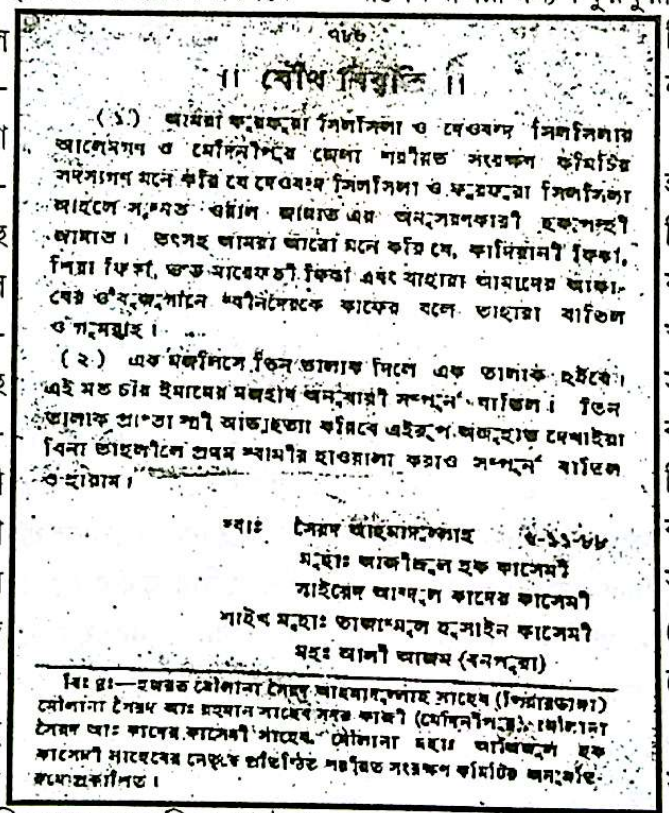

৭৮৬

।। যৌথ বিবৃতি ।।

(১) আমরা ফুরফুরা সিলসিলা ও দেওবন্দ সিলসিলার আলেমগণ ও মেদিনীপুর জেলা শরীয়ত সংরক্ষণ কমিটির সদস্যগণ মনে করি যে দেওবন্দ সিলসিলা ও ফুরফুরা সিলসিলা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এর অনুসরণকারী হকপন্থী জামাত । তৎসহ আমরা আরো মনে করি যে, কাদিয়ানী ফির্কা, শিয়া ফির্কা, ভন্ড মারেফতী ফির্কা এবং যাহারা আমাদের আকাবের ও বুজুর্গানে দ্বীনদেরকে কাফের বলে তাহারা বাতিল ও গুমরাহ । ...

(২) এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাক হইবে । এই মত চার ইমামের মজহাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ বাতিল । তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী আত্মহত্যা করিবে এইরূপ অজুহাত দেখাইয়া বিনা তাহলীলে প্রথম স্বামীর হাওয়ালা করাও সম্পূর্ণ বাতিল ও হারাম ।

স্বাঃ সৈয়দ আহমাদুল্লাহ ৬-১১-৮৮

মুহাঃ আজীজুল হক কাসেমী

সাইয়েদ আব্দুল কাদের কাসেমী

শাইখ মুহাঃ তাজাম্মুল হুসাইন কাসেমী

মহঃ আলী আজম (বনপুরা)

বিঃ দ্রঃ—হজরত মৌলানা সৈয়দ আহমাদুল্লাহ সাহেব (পীরজাদা) মৌলানা সৈয়দ আঃ রহমান সাহেব সদর কাজী (মেদিনীপুর), মৌলানা সৈয়দ আঃ কাদের কাসেমী সাহেব, মৌলানা মহাঃ আজিজুল হক কাসেমী সাহেবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত শরীয়ত সংরক্ষণ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ।

এই বার 'যৌথ বিবৃতি' সম্পর্কে আমার কিছু কথা - (ক) সৈয়দ আহমাদুল্লাহ সাহেব যদিও ফুরফুরা পীর সাহেবদের কোন সাহেবজাদা ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন তাহাদের ঘনিষ্ট আত্মীয় এবং ফরফুরা পন্থীদের একজন বড় ও বিশ্বস্ত আলেম বলিয়া গন্য । ফুরফুরা পন্থীরা তাহার কথাকে ফুঁক দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না ।

(খ) বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হইবার পর ফুরফুরা পন্থীদের ভিতরে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই । এমনকি পীর খানদানও নিরব ছিলেন । এই সময়ে ফুরফরা পন্থীদের কর্নধর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব (মেজ হুজুর) বাঁচিয়া ছিলেন। পীর সাহেবদের নড়ন চড়ন না দেখিয়া জেলা মেদিনীপুর থেকে কয়েকটি বিজ্ঞাপন মারফত 'যৌথ বিবৃতি' এর সম্পর্কে পীর সাহেবদের মতামত চাওয়া হইয়া ছিল । যেমন 'যৌথ বিবৃতির প্রতিবাদ', ফুরফুরা শরীফের পীর মহাদয়গনের নিকট আপীল" ও 'ঘরের প্রদীপে ঘরে আগুন লাগিল' এবার মৌঃ আহমাদুল্লাহ মহাসংকটে পড়িলো" । এইগুলি ছাড়াও আমি আমার পত্র পত্রিকায়ও বিভিন্ন সময়ে আহমাদুল্লাহ সাহেবের 'যৌথ বিবৃতি' এর কথা উল্লেখ করতঃ ফুরফুরা পন্থীদের নিকট জবাব

pdf By Syed Mostafa Sakib

চাহিয়াছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিরুত্তর ।

(গ) ফুরফুরার বর্তমান পীরজাদা ও ঐ পন্থীর কিছু অন্ধভক্ত মানুষেরা মনে করিতেছেন যে, বহুদিন হইয়া যাইবার কারনে 'যৌথ বিবৃতি' র কথা মানুষের মনে নাই । এই কারনে তাহারা বলিতেছেন যে, এই ধরনের কোন বিজ্ঞাপন হয় নাই । অল্প দিনের কথা বলিতেছি, আহমাদুল্লাহ সাহেবের পুত্র আলি আসগার সাহেব ২৪ পরগানার সংগ্রামপুরের জলসায় আসিয়া এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে সাফ বলিয়াছেন যে, এই সব কথা মিথ্যা । আমার আব্বা এই ধরনের কোন কাজ করিয়া যান নাই । আমি কোন দিন আলি আসগার সাহেবকে দেখি নাই কিন্তু নির্ভরযোগ্য সুত্রে শুনিয়াছি যে, তিনি মুনাফেকী করতঃ নিজের দেওবন্দী রূপকে ঢাকিবার জন্য দেওবন্দীদের জাল টুপি পরিধান করতঃ মাথায় রুমাল জড়াইয়া থাকেন ।

(ঘ) 'যৌথ বিবৃতি' বিজ্ঞাপনে যাহাদের সাক্ষর রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল আহমাদুল্লাহ সাহেব আর দুনিয়াতে নাই । বাকি সবাই জীবিত । মহঃ আলি আজম সাহেব ফুরফুরা মাদ্রাসার এককালের ছাত্র এবং ফুরফুরা পন্থী আলেম আর বিঃ দ্রঃ এর মধ্যে যাহাদের নাম রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৌলানা সৈয়দ আব্দুর রহমান সাহেব সদর কাজী মেদনীপুর, ইনি হইতেছেন মাওলান আহমাদুল্লাহ সাহেবের ভাই । ১৯৮৮ সালে আলি আসগার সাহেব কি নাবালোক বাচ্চা ছিলেন ? যদি বাস্তবে তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে চাচা আব্দুর রহমান কাজী তো বাঁচিয়া রহিয়াছেন । এবার জিজ্ঞাসা করিলেও তো ব্যাপারটা বুঝিয়া যাইবেন । তবে কি, চাচা আব্দুর রহমানের সহিত ভাইপো আলী আসগারের সম্পর্ক ভাল নাই ! ছিঃ মিথ্যাবাদী !

কোরয়ান হাদীস থেকে উত্তর দিন

তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় কথায় কথয় বলিয়া থাকে যে, কোরয়ান হাদীস থাকিতে ফিকহা মানিতে যাইব কেন ? কোরয়ান হাদীস থাকিতে ইমাম মানিবার প্রয়োজন কি? মাযহাব মানিবার অর্থ হইল ইসলামকে বিভক্ত করিয়া ফেলা ইত্যাদি । প্রকাশ থাকে যে, তথা কথিত আহলে হাদীস হইল ওহাবী সম্প্রদায় । ইহারা বৃটিশ সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়া আহলে হাদীস নাম নিয়াছে । এখনো পর্যন্ত ইহাদের একাংশ নিজদিগকে মোহাম্মাদী বলিয়া থাকে । আবার একাংশ বলিয়া থাকে সালাফী । অবশ্য হানাফীরা তাহাদের বলিয়া থাকে লা মাযহাবী, গায়ের মুকাল্লিদ ও ফারাজী ইত্যাদি।

কোরয়ান হাদীস হইল সংবিধান, যাহা সাধারন মানুষের জন্য নয় । ফিকহা হইল আইন, যাহা সাধারন মানুষ মানিয়া চলিতে বাধ্য । ফিকহা না মানিলে ইসলামের একটি বড় সম্পদ হাত ছাড়া হইয়া যাইবে । ইহা হইল মার্জিত ভাষার কথা । অন্যথায় ইল্মে ফিকহাকে অস্বীকার করিলে মুসলামান থাকিতে পারিবেন না ।

কোরয়ান হাদীস হইলো অতল সমুদ্র । সাধারন মানুষের পক্ষে সরাসরি সমূদ্রে ডুব দিয়া মুক্তা আনা অসম্ভব । ডুবরী ছাড়া সম্ভব নয় । সাধারন মানুষ এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিলে অবশ্যই প্রান হারাইবে । কোরয়ান হাদীসের অতল সমূদ্র থেকে মসলা বাহির করা সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা, সাধারণ আলেমদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারন মানুষ এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার সাহস ধরিলে অবশ্যই ঈমান হারাইবে । কোরয়ান হাদীসের অতল সমূদ্রের মহা ডুবুরী হইলেন ইমাম আ'জম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি । আল হামদু লিল্লাহ, হানাফীগন ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ উদ্যানে বসবাস করিয়া থাকেন । যাইহোক, আর কথা না বাড়াইয়া বলিতেছি যদি আপনি সেই আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহারা কয়ায় কথায় বলিয়া থাকে - কোরয়ান হাদীস থাকিতে ফিকহা মানিতে যাইব কেন ? তাহারা আমার নিম্নের প্রশ্ন গুলির জবাব কোরয়ান হাদীস থেকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় ফিকহাকে অস্বীকার করিবার করনে আপনারা নিজদিগকে জাহান্নামী জানিবেন ।

(১) যদি কোন মহিলার স্বামী শুকর হইয়া যায় অথবা পাথর হইয়া যায়, তাহা হইলে মহিলা কি করিবে ?

(২) যদি কোন মানুষের দেহ লম্বা লম্বি ভাবে অর্ধাংশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জানাজার হুকুম কি ?

(৩) কেহ যদি পিতলের বদলে তামা অথবা তামার বদলে পিতল ক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে কি প্রকারে ক্রয় করিতে হইবে ?

(৪) কোন চোর যদি সোনার চেন কাড়িয়া নিয়া গিলিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফেলে, তাহা হইলে ঐ চেন আদায় করিবার উপায় কি ?

(৫) অমুসলিম মহিলার পেটে মুসলমানের বাচ্চা থাকা অবস্থায় মরিয়া গেলে, যদি তাহার দাফন করা হইয়া থাকে, তবে কি প্রকারে দাফন করিতে হইবে ?

(৬) যে ব্যক্তি কোন কিছুর মধ্যে চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে অথবা কুয়াতে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কিন্তু বাহির করা সম্ভব হইতেছে না । অনুরূপ এক ব্যক্তি নদীতে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তুলে আনা সম্ভব হইতেছে না । এখন ইহাদের জানাজার উপায় কি ?

(৭) এক ব্যক্তি এক অয়াক্ত নামাজ কাজা করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু স্মরন নাই যে, কোন অয়াক্তের নামাজ কাজা করিয়াছে । এখন এই ব্যক্তি কি প্রকারে নামাজ আদায় করিবে ?

(৮) মরা মুরগীর পেট থেকে ডিম পাওয়া গেলে তাহা খাওয়া জায়েজ কি না ?

(৯) একজন কাফের ও একটা কুকুর পানির পিপাষায় ছটফট করিতেছে । এক ব্যক্তির কাছে সামান্য পানি রহিয়াছে, যাহা এক জনের জন্য যথেষ্ট । এখন পানি কাফেরকে দিবে না কুকুরকে দিবে ?

(১০) একজন মহিলার প্রসব সম্পর্কে একজন পুরুষ সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, আমি প্রসব হইতে দেখিয়াছি । আর এক ব্যক্তি সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, হঠাৎ আমার নজর পড়িয়া যাওয়ায় আমি প্রসব হইতে দেখিয়াছি । ইহাদের সাক্ষ গ্রহন যোগ্য হইবে কিনা ?

পীর জাদা ত্বহা সিদ্দিকী

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমার সাহেবজাদা মুজাদ্দিদে জামান মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ মোস্তফা রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান বলিতেন, খোদা পীর কারে, পীরজাদা নাকারে, অর্থাৎ আল্লাহ যেন পীর করেন, পীরজাদা যেন না করেন, । সুবহান্নাহ, সুবহান্নাহ ! আহ ! কি কথা ! কারন, পীরজাদা হওয়া বড় বিপদের কারন । ফুরফুরার ত্বহা সিদ্দিকী তো পীর নন, বরং তিনি হইলেন একজন পীরজাদা । মানুষ হিদায়েতের উদ্দেশ্যে পীরের পদাংক অনুসরন করিয়া থাকে । কিন্তু ত্বহা সিদ্দিকীর অনুসরন করিলে গোমরাহ হইয়া যাইতে হইবে সন্দেহ নাই । কারন, ১০/১১/১৫ মঙ্গল বারের 'আজকাল' পত্রিকায় সাত পৃষ্ঠায় দেখা যাইতেছে, হাওড়ার জগৎ বল্লভ পুরে একটি পুজোর উদ্বোধনে ত্বহা সিদ্দিকী মুকুল রায়ের সঙ্গে ফিতা কাটিতেছেন । নাউ জুবিল্লাহ, নাউজু বিল্লাহ ! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ !

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামত হইবে না যতখন পযন্ত আমার উম্মাতের একাংশ ঠাকুর পুজা করিয়া না থাকে । (মিশকাত) ত্বহা সিদ্দিকী ঠাকুর পুজা করেন নাই কিন্তু খুব কাছা কাছি পৌঁছিয়া গিয়াছেন । তাহার সময়ের খুব অভাব । তবুও তাহার মধ্যে দিয়া যতটুকু করিয়া দিয়াছেন তাহা একজন পীরজাদা হইবার জন্য যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে । তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা কোন পীরের পক্ষে সম্ভব নয়, পীরজাদার পক্ষে সম্ভব । লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ !

যাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পীরজাদা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিবার জন্য করিয়াছেন , তাহাদের এই কথা কিন্তু বাস্তবে সঠিক নয় । কেবল একজন ত্বহা সিদ্দিকী নয়, বরং তাহার সমস্ত ভক্তগন যদি পুজোর উদ্বোধনে অংশ নিয়া থাকেন তবুও সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকিবে না । শিবদাস ঘোসের পরামর্শ অনুযায়ী যদি মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক থেকে ব্যাপক বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করা হইয়া থাকে, তবুও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কায়েম হইবে না । বরং যেদিন সমস্ত ভারত বাসীর মধ্যে সংবিধান মানিয়া চলিবার মানসিকতা তৈরি হইয়া যাইবে সেই দিন প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কায়েম হইয়া যইবে । সে দিন আর কাহারো মন্দিরে মসজিদে যাইবার প্রয়োজন হইবে না । ত্বহা সিদ্দিকীর মধ্যে যদি এই বোধ থাকিত, তাহা হইলে তিনি পুজোর উদ্বোধনে অংশ নিয়া শরীয়াতের সঙ্গে সংঘাতে যাইতেন না । যাক, এখানে কথা শেষ করিবার পূর্বে আর একটি কথা বলিতেছি, 'কলম' পত্রিকা পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর ছবি এমন পছন্দ করিয়া নিয়াছে যে, তাহার ছবি পত্রিকায় না দেখাইতে পারিলে 'কলম' বেকলম হইয়া যাইবে । যেখানে 'আজকাল' পত্রিকা ত্বহা সিদ্দিকীর ফিতা কাটিবার ছবিসহ দেখাইয়া দিয়াছে সেখানে কলম ছবিটি দেখাইতে পারিলনা কেন ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাযহাব মানা জরুরী

মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দিন রেজবী

মাযহাব এর অভিধানিক অর্থ - মত, মতবাদ, চলার পথ বা এমনও বলা যায় যে, (১) নির্দিষ্ট পথ যার উপরে চলা হয়। (২) নির্দিষ্ট মতার্দশ যার উপরে চলা হয় । (৩) পথ বা রাস্তা ইত্যাদি ।

মাযহাব এর পারিভাষিক অর্থ - মযহাব হল মুজতাহিদ ইমাম কর্তৃক কোরয়ান ও হাদীসের প্রত্যক্ষ - পরোক্ষ্য, সুস্পষ্ট - অস্পষ্ট ও পরস্পর সাংঘর্ষিক জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করা এবং নির্দিষ্ট বিধান বা নীতিমালার উপর ভিত্তি করে কোরয়ান ও হাদীস থেকে সমস্যা সমাধান করা ।

সহজ কথায় - **ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত কোরয়ান হাদীসের গবেষনাকৃত ব্যাখ্যাকে মযহাব বলে ।**

তাকলীদ এর আভিধানিক অর্থ - তাকলীদ শব্দটিও মযহাব শব্দটির ন্যায় আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হল - অনুসরন,অনুকরন বা নকল করা, হার,মালা বা বেড়ি গলায় পরিধান করা ইত্যাদি।

তাকলীদের পারিভাষিক অর্থ - (১) ইমাম নববী বলেন- التقليد قبول قول المجتهد و العمل به মুজতাহিদের কথাকে মনিয়া নেওয়া ও তাহার উপর আমল করার নাম হল তাকলীদ ।

(২) শায়েখ আবু ইসহাক বলেন - কোন রকম দলিল ব্যতিত মুজতাহিদের কথাকে মানিয়া নেওয়া ও আমল করার নাম তাকলীদ ।

(৩) আল্লামা আলুসি বলেন - التقليد عبارة عن العمل بقول الغيرمن غير حجة ملزمة কোন আমলকে অজিব মানিয়া নেওয়া (মুজতাহিদের কথার উপর ভিত্তি করে) ও আমল করা দলিল ব্যতিরেকে ।

(৪) ইমাম গাজ্জালি বলেন -التقليد هو قبول قول بلا حجة কোন কথাকে বিনা দলিলে মানিয়া নেওয়ার নাম তাকলীদ ।

তাকলীদ বা অনুসরনের প্রয়োজন

একথা অতি সত্য যে, কোরয়ান ও হাদীসে সমস্ত বিষয়ের বিধানাবলী বা নিতিমালা বর্নিত হইয়াছে কিন্তু উক্ত বিধানাবলী সবাই নির্নয় করতে সক্ষম নন । কোরয়ান হাদীস থেকে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা, না বর্তমানে আমাদের সেই জ্ঞান বা মেধা রহিয়াছে, না অতীতে সবার ছিল । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগনও বিশেষ বিশেষ মুজতাহীদ সাহাবাগনকে অনুসরন করিতেন ।

কোরয়ান ও হাদীস সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাঠ করা যথেষ্ট হইলেও সঠিক ভাবে বুঝার জন্য বহু বিদ্যার আধিকারী হইতে হইবে । কেবল মাত্র ভাষান্তর করিয়া সমস্ত সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব । কেননা আয়াতপাক ও হাদীস শরীফ কখন, কোথায়, কেন, সবার জন্য, না ব্যক্তি বিশেষের জন্য অবতীর্ন বা বর্নিত হইয়াছে এবং উক্ত আয়াত পাক ও হাদীস শরীফ বর্তমানে কার্যকরি না কার্যরহিত ? একই শব্দের একাধিক মানে হইতে পারে, এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী হইতে পারে, এক হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী হইতে পারে ও আয়াত পাক হাদীস শরীফের বিরোধী হইতে,পারে । ইহা ছাড়া আরো বহু সমস্য রহিয়াছে যা সমাধান করা সাধারন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । এই কারনে তাকলীদ বা চার ইমামের অনুসরন করা হয় । উক্ত চার ইমামের নীতিমালার অনুসরন করিলে সমস্ত প্রকার সমস্যার সমাধান খুব সহজে হইয়া যাইবে ।

তাকলীদ বা অনসরনের বিস্তীর্নতা

তৃতীয় শতাব্দীর পরে ইহা অপরিহার্য করা হইয়া ছিল যে, উসুলে ইজতেহাদ (গবেষনার বিধান) তৈরি করার প্রয়োজন নাই এবং সর্ব সাধারনের ইজতেহাদ করার অধিকার নাই । যদি কোন আলিম ইজতেহাদ করিতে চায় তাহলে চার ইমাম কর্তৃক উসুলে ইজতেহাদের মধ্যে কোন একটিকে অনুসরন করিয়া ইজতেহাদ করিতে হইবে । এবং ইহাও ইজমা (সর্ব সম্মত সীদ্ধান্ত) হইয়া যায় যে, সাধারণ মানুষের জন্য চার ইমাম বা চার মাযহাবের মধ্যে কোন এক ইমাম বা মাযহাব অনুসনর করা অয়াজিব ।

মাযহাব মানার দলিল কোরয়ান থেকে

يَاايها الذين امنوآ اطيعوا الله وا

اطيعوا الرّسول واولى الامرمنكم

pdf By Syed Mostafa Sakib

হে ঈমানদারগন, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রসুলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর (মুজতাহীদ গন) । (সরা নাসা ৫৯ আয়াত)

ইবনে জারির তাবারী ও তাফসির জামেউল বাইয়ান ৩ খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠায় উলুল আমর বলতে ফকীহগন কে বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাজীও প্রমান করিয়াছেন যে, উলুল আমর বলতে উলামায়ে কিরাম কে বুঝানো হইয়াছে । (ফাতহুল গায়েব ৩ খন্ড ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوآ اليهم لعلم يحذرون

সমস্ত সম্প্রদায় থেকে একটি গোষ্ঠি থাকবে যাহারা দ্বিনী জ্ঞান অর্জন করার জন্য বের হবে এবং তাহারা যখন ফিরিয়া আসিবে তখন নিজ সম্প্রদায় কে ধর্মীয় শিক্ষা দিবে এই আশায় যে, গুনাহ থেকে বাঁচে । (সুরা তাওবা ১২২ আয়াত)

এই আয়াত পাক থেকে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে দায়িত্ব অর্পন করিয়াছেন যে, তাহারা দ্বিনী জ্ঞান হাসিল করিবে এবং সেই শিক্ষা সর্ব সাধারনের নিকট পৌঁছিয়া দিবে এবং সবাই তাহা মানিয়া আমল করিবে । যেহেতু গুনাহ থেকে বাঁচাইবার জন্য এই জ্ঞান অর্জন,তাই সমস্ত উলামায়ে কিরাম ইহাকে অজিব বলিয়াছেন এবং ইহাই হল তাকলীদ বা অনুসরন ।

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

যাহা তোমরা জাননা তাহা জ্ঞানিগনকে (মুজতাহিদ) জিজ্ঞাসা করো । (সুরা নাহল ৪৩ আয়াত)

এই আয়াত পাকে মহান আল্লাহ নির্দেশ দেন যে, সাধারন মানুষের জন্য শরীয়াতের বিধানাবলি জানিবার জন্য ইমাম বা মুজতাহিদগনের কথার উপরে চলিবে । এই জন্য যে, কোরয়ান ও হাদীস থেকে সমস্ত সমাস্যার সমাধান কেবল মুজতাহিদ ও ইমামগন দিতে সক্ষম । ইমাম গাজ্জালি সুরা তাওবা ও সুরা নাহালের উপরূক্ত আয়াত পাক নিয়ে যথেষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সাধারন মানুষের জন্য তাকলীদ বা মাযহাব মানা অপরিহার্য । (আল মুসতাসফ দ্বিতীয় খন্ড ৩৫৯ পৃষ্ঠা)

মাযহাব মানার দলিল হাদীস থেকে

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - অতঃপর তোমাদের উপর আবশ্যক আমার সুন্নাত এবং সঠিক হেদায়েতপ্রাপ্ত খলিফাদের অনুসরন করো এবং তাদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো । (আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমার সাহাবীগন আকাশের নক্ষত্র সমতুল্য । অতএব, তাহাদের যে কোন একজনকে অনুসরন করলেই অবশ্যই হেদায়েত বা নাজাত পাবে । (মিশকাত)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমার যে কোন সাহাবী যে কোন স্থানে ইন্তেকাল করুকনা কেন, সে কিয়ামতের দিন তাঁর অনুসারীদের জন্য ইমাম হইয়া উঠিয়া আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে । (তিরমিজি, মিশকাত)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তুমি অবশ্যই মুসলমানদের জামায়াত ও তাঁদের ইমাম গনের অনুসরন করো । (সহী বোখারী, সহী মুসলিম)

হজরত হুজাইফা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত, তিনি বলেন আমরা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট বসিয়া ছিলাম, তখন তিনি বলিলেন - জানি না আমি আর কতদিন তোমাদের মাঝে থাকিব সুতরাং আমার পর তোমরা দুই ব্যক্তির অনুসরন করিবে । আর তিনি হজরত আবু বাকার রাদী আল্লাহু আনহু ও হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর দিকে ইশারা করেন । (সুনানে তিরমিজি,মুসনাদে আহমাদ, মুয়াস্সাতুর রিসাল)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আমর রাদী আল্লাহু আনহু বর্ননা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - নিশ্চয় আল্লাহ পাক বান্দার (অন্তরী) থেকে ইল্ম (দ্বিনী জ্ঞান) হস্তগত করার মাধ্যমে ইল্মের বিলুপ্ত ঘটাবেন না । বরং আলেম সমাজকে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্ম তুলিয়া নিবেন । অবশেষে যখন আর কোন আলিম অবশিষ্ট থাকিবেনা, মানুষ তখন মুর্খকে নেতা নির্বাচন করিবে আর তখন তাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে, তারাও অজ্ঞতা থেকেই ফতওয়া দিবেন । ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে । (বোখারী ও মুসলিম)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরুক্ত হাদীস গুলি থেকে বুঝা যায় যে আনুসরন করিতে হইবে। কেননা আমাদের মধ্যে সেই মেধা নাই যা দ্বারা কোরয়ান ও হাদীস থেকে সরাসরি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাই দ্বীনি মাসাইলে ইমামদিগের বা মাযহাব আনুসরন করিতে হইবে।

কাহারা কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন

(১) ইমাম বোখারী শাফয়ী মাযহাবের আনসারী, (আবজাতুল উলুম পৃষ্ঠা ৮১০, আলহিত্তা পৃষ্ঠা ২৮৩,আলইনসাফ পৃষ্ঠা ৬৭, তাবকাতুশ শাফয়ী ২ খন্ড ২ পৃষ্ঠা)

(২) ইমাম মুসলিম শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী, (আলহিত্তা পৃষ্ঠা ২২৮, লেখক - নবাব সিদ্দিক হাসান খান)

(৩) ইমাম নাসাঈ শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী, (আলহিত্তা পৃষ্ঠা ২৯৩, লেখক - নবাব সিদ্দিক হাসান খান)

(৪) ইমাম আবু দাউদ শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী, (আলহিত্তা পৃষ্ঠা ২২৮, লেখক - নবাব সিদ্দিক হাসান খান)

(৫) ইমাম ইবনে মাজা শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী, (ফায়জুল বারী খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৫৮)

(৬) ইমাম তিরমিজি সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী বলিয়াছেন তিনি হানাফী ও হাম্বালী মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। (আল ইসাফ পৃষ্ঠা ৭৯)

ইহা হইলো সিহাসিত্তার ইমামগনের মাযহাব মানার দৃষ্টান্ত। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের শিরোমনি নবাব সিদ্দিক হাসান খানের কিতাব আল হিত্তা হইতে উদ্ধৃত করিব অনান্য ইমাম গনের মাযহাব কি ছিলো।

(৭) মিশকাত শরীফের প্রনেতা শাফয়ী মাযহাবের আনুবসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৩৫)

(৮) ইমাম খাত্তাবী শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৩৫)

(৯) ইমাম নবুবী শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৩৫)

(১০) ইমাম বাগবী শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৩৮)

(১১) ইমাম ত্বাহাবী শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৩৫) সঠিক ত্বথ্য অনুযায়ী ইমাম ত্বাহাবী হানাফী ছিলেন এবং শাফয়ী মাযহাব ত্যাগ করিয়া ছিলেন।

(১২) বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী শাফয়ী মাযহাবের আনুযারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ৩০০) সঠিক ত্বথ্য অনুযায়ী হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

(১৩) ইবনো তাইমীয়া হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৬৮)

(১৪) ইবনে ক্যাইউম হাম্বালী মাযহাবের আনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৬৮)

(১৫) আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী হানাফী মাযহাবের আনুযারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৬০)

(১৬) শাহ ওলিউল্লাহ হানাফী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ১৬০ - ১৬৩)

(১৭) ইবনে বাত্তাল মালেকী মাযহাবের আনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২১৩)

(১৮) ইমাম হালাবী হানাফী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২১৩)

(১৯) ইমাম বদরুদ্দীন আঈনী হানাফী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২১৬)

(২০) ইমাম যাককানী শাফয়ী মাযহাবের আনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২১৭)

(২১) কাজী মুহিবুদ্দীন হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২১৮)

(২৩) ইবনে রজব হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২১৯)

(২৪) ইমাম জালালুদ্দীন বোখারী শাফয়ী মাযহাবের আনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২২০)

(২৫) ইমাম কাস্তালানী শাফয়ী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২২২)

(২৬) ইবনে আরাবী মালেকী মাযহাবের আনুসারী (আল হিত্তা পৃষ্ঠা ২২৪)

(২৭) আব্দুল ওহাব নজদী হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী (আল হিত্তা ফিস সিহাহিস সিত্তাহর পৃষ্ঠা ১৬৭)

উপরুক্ত তালিকার মধ্যে কিছু প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী রহিয়াছে। কেবল মাযহাব অমান্যকারীদের দেখানোর জন্য তাদের পান্ডাদের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

ঝালঝালা
বাংলা ভূমিকম্প বাংলা বাংলা
লেখক - আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
প্রকাশনায় - রেজবী খাযানা
ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ, মোবাইল - ০৯৭৩৫২০৩৫৩৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য জরুরী বার্তা

(১) আজানের সময় সবাই খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবন করিবেন এবং জবাব দিবেন । 'আসহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' শুনিবার সাথে সাথে সবাই দুই বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবেন । প্রথমবার বলিবেন - আনতা কুর্রাতু আইনী ইয়া রসুলাল্লাহ ! দ্বিতীয় বারে বলিবেন - মারহাবাম বিহাবিবী কুর্রাতে আইনী মোহাম্মাদ ইবনো আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লাম । ইহা মুস্তাহাব । বর্তমানে ইহা সুন্নীদের আলামত হইয়া গিয়াছে । ওহাবীরা ইহাকে বিদয়াত বলিয়া থাকে ।

(২) খবরদার ! আজানের সময় কেহ দুনিয়া কথা বলিবেন না । অন্যথায় চল্লিশ বছরের ইবাদাত বর্বাদ হইয়া যাইবে । (তাফসীরে আহমাদী)

(৩) আজানের পরে জামায়াত আরম্ভ হইবার কিছু পুর্বে সলাত পাঠ করিবেন । ইহা মুস্তাহাব । বর্তমানে ইহা সুন্নী মসজিদের আলামত হইয়া গিয়াছে । ওহাবীরা ইহার বিরোধিতা করিয়া থাকে । সলাত নিম্নরূপে দিবেন —

আস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ
আস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ
আস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খলকিল্লাহ
আস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নুরাম মিন নূরিল্লাহ
বালাগল উলাবে কামালিহী, কাশাফাদ্দোজাবি জামালিহী
হাসানাতু জামীউ খিসালিহী সাল্লু আলাইহি অ আলিহি ।

(৪) তাকবীরের সময় ইমাম ও মোক্তাদী সবাই বসিয়া থাকিবেন । দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা জায়েজ নায় । বর্তমানে ইহা সুন্নীদের আলামত হইয়া গিয়াছে । তাকবীর পাঠকারী হাইয়া আলাস্‌ সলাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলিবার সময় ডান দিকে ও বাম দিকে মুখ ঘুরাইবেন ।

(৫) খুতবার আজানে কেহ জোরে জবাব দিবেন না । কেবল খুতবার আজানে হুজুর পাকের নাম শুনিয়া আঙ্গুলে চুম্বন দিবেন না । কেবল খুতবার আজানের শেষে কেহ হাত উঠাইয়া মুনাজাত করিবেন না ।

(৬) সমস্ত ফরজ নামাজে সালাম ফিরাইবার পরে ইমাম কিবলার দিক থেকে মুখ ঘুরাইয়া বসিবেন ।

(৭) খুতবার পূর্বে ইমাম সাহেব দ্বীনের কিছু কথা আলোচনা করিয়া দিবেন । বিশেষ করিয়া আজ যে খুতবাটি পাঠ করিবেন সেই খুতবাটির অনুবাদ শুনাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করবেন ।

(৮) শাবান, রমযান, ঈদ, বকরা ঈদ, বারোই রবিউল আউয়াল ; বিশেষ করিয়া এই দিন ও মাসগুলির খুতবার আনুবাদগুলি অবশ্য অবশ্যই শুনাইয়া দিবেন ।

(৯) জুময়ার নামাজের পরে, অনুরূপ ফজরের নামাজের পরে মাইক থাকিলে মাইকে, মাইক না থাকিলে মুখে সালাম কিয়াম করিবেন । চব্বিশ ঘণ্টায় কম-পক্ষে একবার যেন মসজিদে সালাম কিয়ামের আওয়াজ হইয়া থাকে । ইহাতে ইনশা আল্লাহ আপনাদের মসজিদ বাতিল ফিরকা থেকে নিরাপদ থাকিবে । খবরদার ! কোন সুন্নী যেন এই সালাম কিয়ামে বাধা না দিয়া থাকেন ।

(১০) আমার শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব ! আপনি একজন সুন্নী। এই কারনে আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি । গ্রামকে পুরাপুরি সুন্নীয়াতের উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে । সূতরাং আ'লা হজরতের সমস্ত মসলা চালু করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । যুবকদের বেশি করিয়া কাছে আনিবার চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক মুসাল্লিকে কিয়াম করা শিখাইবেন, তাহা হইলে আপনাদের অবর্তমানে কিয়াম বন্ধ থাকিবে না ।

(১১) প্রতিদিন কোন একটি টাইম 'ফায়যানে সুন্নাত' পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । আথবা কানযুল ঈমান কিংবা অন্য কোন আকায়েদের কিতাব যেমন জা'য়াল হক, আথবা আমার লেখা বই পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

(১২) আমার মাননীয় মুক্তাদীগন ! যেহেতু আপনারা সুন্নী তাই আপনারা খুব সাবধান ! খুব সাবধান ! নামাজ হইলো একটি অমুল্য সম্পদ । সূতরাং কোন ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াতের লোকের পিছনে নামাজ পড়িবে না । এমন কি কোন দোদুল্যমান ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবেন না । অবিলম্বে এই প্রকার ইমামকে মসজিদ থেকে ছাটাই করিবার ব্যবস্থা করবেন ।

(১৩) আপনারা ইমাম সাহেবের দ্বারায় সুন্নীয়াতের সমস্ত কাজ করাইয়া নিবেন । তবে তাহাকে কোন ওহাবীর বিবাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়াইতে বাধ্য করিবেন না । বরং মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে লিখিত কাগজ করিয়া রাখিবেন যে, আমরা কোন ওহাবী ঘরের বিবাহ আনিবো না । খোদা না করিয়া থাকেন, যদি কেহ ওহাবী ঘরের বিবাহ আনিয়া থাকে, তাহা হইলে ইমাম সাহেব বিবাহ পড়াইতে অবশ্যই বাধ্য থাকিবেনা না।

(১৪) গ্রামবাসীগন ! আল্লাহর অয়াস্তে আপনারা ইমাম সাবেবের দিকে লক্ষ রাখিবেন । যথা সাধ্য তাহাকে উপযুক্ত ভাবে চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন । আপনাদের মত ইমাম সাহেবেরও সংসার রহিয়াছে ।

(১৫) মুক্তাদীগন ! আমার একটি কথা খুব স্মরণ রাখিবেন, সম্মানের দিক দিয়া ইমাম সাহেব রাজা বাদশাদের উপরে । সূতরাং তাঁহাকে পুরাপরি স্বাধীনতা দিয়া রাখিবেন । যদি তাহার কোন ছোট খাট ভুল ভ্রান্তি আপনাদের নজরে আসিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সবার সামনে না বলিয়া গোপনে বলিয়া সাবধান করিবার চেষ্টা করিবেন ।

(১৬) মোহতারম ইমাম সাহেব ! যেহেতু আপনি একটি বড় পদে রহিয়াছেন । তাই আপনার চলনে বলনে সাবধানতা থাকা উচিত । আপনি এমন কাজ করিবেন না যাহা সাধারন মানুষের নজরে দৃষ্টি কটু হইয়া থাকে । তরুন যুবকদের সহিত হাঁসি ঠাট্টা করিবেন না । কেরামবোর্ড ও টেলিভশনের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিবেন না । কোন সময় কাহারো কাছে গিয়া কিছু চাহিবেন না । এই সমস্ত কাজে আপনার ওজন হাল্কা হইয়া যাইবে ।

(১৭) মোহতারম মুক্তাদীগন ! আপনারা ইমাম সাহেবের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ রাখিবেন । যদি দুর্বলতা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে গোপনে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবেন। যাকাত, ফেতরা, কুরবানী ইত্যাদির পয়াসা তাহাকে দিবেন। ইহাতে সাওয়াব বেশি পাইবেন । ঈদে চাঁদে সম্ভব হইলে কিছু কিছু সাহায্য করিবেন ।

(১৮) মসজিদ পরিস্কার পরিছন্ন রাখিবেন বা ঝাড়ু দিবার দায়িত্ব ইমাম সাহেবের উপর ছাড়িয়া দিবেন না । তিনি স্বেচ্ছায় কোন কাজ করিলে খুব ভালো । অন্যথায় আপনারা নিজেরা করিয়া দিবেন ।

(১৯) কোন ইমাম সাহেবের উচিত নয়, কাহারো বাড়িতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যাতায়াত করা । গ্রামবাসীর উচিত, ইমামের কাছে পানাহার পাঠাইয়া দেওয়া । ইহাতে সবাই ভালো থাকিবেন ।

(২০) ইমামদের বেতন সম্পর্কে আমার একটি বিশেষ আবেদন এই যে,বর্তমান বাজারে দেড় হাজার দুই হাজার টাকা এমন কিছুই নয় । এই টাকায় কোন সংসার চলিতে পারে না । বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গ্রামে জালসা হইয়া থাকে। এই জলসাগুলিতে আমরা দেখিতে পাইতেছি ৩০/৪০/৫০ হাজার টাকা থেকে কোন কোন জায়গায় লক্ষাধিক টাকা খরচ হইয়া থাকে । অনেক পয়সা অকারনে খরচ করা হইয়া থাকে । বক্তাগনকে দুই চার হাজার টাকা করে নজরানা হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে । অনেক জায়াগায় ইমাম সাহেবের হাত দিয়া আলেমদিগের নজরানা দেওয়া হইয়া থাকে । কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইমাম সহেবের হাত দিয়া দশজন আলেমকে বিদায় দেওয়া হইলো কিন্ত সেই ইমামকে কিছু নজরানা হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে না । আজ তো গ্রামবাসীর বিবেচনা করিবার কথা ছিলো ! আজ তো ইমাম সাহেবকে একজন সাধারন আলেম হিসাবে একজন বক্তার নজরানা দেওয়ার দরকার ছিল । কিন্তু তাহা হইয়া থাকে না । আমার মনে হয় ইহা হইল ইনসাফ বিরোধী কাজ । আরো দুঃখের বিষয় যে, একজন আলেমকে এক রাতের জন্য আনিয়া এক দুই ঘন্টা বক্তৃতা কারাইয়া কয়েক হাজার টাকা নজরানা প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু একজন ইমামকে সারা মাস খাঁটাইয়া হাজার বারশত টাকা বেতন দেওয়া হইয়া থাকে । ইহা কোন্ ইসাফের কথা হইল ! এই স্থলে আমার অনুরোধ যে, হে আমার ঈমানদার সুন্নী ভায়েরা ! দয়া করিয়া একটু বিবেচনা করিয়া ইমামের বেতন বাড়াইয়া দিন ।

প্রতিটি বাড়িতে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করিবেন । আল্লাহ তায়ালা আপনার বাড়িতে বর্কাত দিবেন, বালা মুসিবত দুর করিবেন । এই মিলাদের মাধ্যমে আপনি অপনার ইমামকে কিছু সাহায্য করিবেন ।

বিবাহ শাদীতে আজকাল মানুষ হাজার হাজার টাকা ফুজুল খরচ করিতেছে । এই রকম ক্ষেত্রে তো খুশি হইয়া ইমাম সাহেবকে বড় ধরনের একটি সাহায্য করা উচিত । আমি কেবল আপনাদিগকে সামান্য টাস দিয়া দিলাম । অপনারা জ্ঞানি মানুষ, আপনারা ভালই বুঝিতে পারিতেছেন, কেবল একটু উদার হইলে কাজ হইয়া যাইবে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২০ পৃষ্ঠার পর)

গ্রাম - দৌলতপুর, পোঃ- টেকা রাইপুর, থানা - ইসলাপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩৫) নুরিয়া জামিয়া জহুরুল উলুম

গ্রাম - বাজারপড়া,(মাযারপাড়া) পোঃ- রাধারঘাট, থানা - বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩৬) সুলতানপরু মালিপুর দারসে নিজামিয়া

গ্রাম - সুলতানপুর, পোঃ- বাহাদুরপু, থানা - ভগবানগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩৭) কালুপুর মিসবাহুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা

গ্রাম - কালুপুর, পোঃ- বেওচিতলা, থানা - দৌলতাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩৮) খামারপাড়া দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা

গ্রাম - খামারপাড়া, পোঃ- কাতলামারি, থানা - রানিনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩৯) মাদ্রাসা গওসিয়া সুন্নীয়া মুঈনিয়া সুন্নীয়া

গ্রাম - সুন্দরপুর, পোঃ- সুন্দুরপুর, থানা - বড়ঞা, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪০) হাজিপুর মিসবাহুল উলুম আরাবীয়া মাদ্রাসা

গ্রাম - হাজীপুর, পোঃ- বেগুনীয়া, থানা - ময়ূরেশর, জেলা বিরভুম ।

(৪১) মাদ্রাসা গওসিয়া ইসলামিয়া আরাবীয়া

গ্রাম - হরিবাটি, পোঃ- খারজুন, থানা - বড়ুঞা, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪২) মাদ্রাসা গওসিয়া ওবাইদিয়া

গ্রাম -নতুন গ্রাম, পোঃ- নান্দাই, থানা -কানলা, জেলা বর্ধমান ।

(৪৩) মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া মোস্তফাবীয়া

গ্রাম - তাঁতিবিড়লা, পোঃ- তাঁতিবিড়লা, থানা - সাগরদিড়ি, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪৪) নিমগ্রাম বেলুড়ি শাহ রহমানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা

গ্রাম - নিমগ্রাম , পোঃ- নিমগ্রাম, থানা - নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪৫) নয়াগ্রাম জামিয়া গওসিয়া ইনজিলীয়া

গ্রাম - নয়াগ্রাম, পোঃ- নায়াগ্রাম, থানা - সুতি, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪৬) গওসিয়া নুরিয়া মাদ্রাসা

গ্রাম - কাপাশডাঙা, পোঃ- জাফরাবাদ, থানা - মুর্শিদাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪৭) মিসবাহুল উলুম প্রতাবপুর

গ্রাম - বদুপাড়া, পোঃ- পোয়ামাইপুর, থানা - ইসলামপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪৮) মাদ্রাসা দারুল উলুম নুরিয়া রেজবীয়া

গ্রাম - চোয়াপাড়া, পোঃ- মিদাদপুর, থানা - রানিনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪৮) মার্কাজি মাদ্রাসা সিরাজুম মুনির

গ্রাম - মহালন্দী, পোঃ- মহালন্দী, থানা - কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৪৯) ফুলশহরি গওসিয়া আজিজিয়া মাদ্রাসা

গ্রাম - ফুলশহরি , পোঃ- রমনাশাখা, থানা - সাগরদিঘী, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৫০) নঈমিয়া নেজামিয়া হড়হড়ী

গ্রাম - হড়হড়ী, পোঃ- হরহরী, থানা - সাগরদিঘী, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৫১) মোহাম্মাদপুর গওসিয় আব্দুস সামাদীয়া রেজবীয়া মাদ্রাসা

গ্রাম - মোহাম্মাদপুর, পোঃ- মোহাম্মাদপুর, থানা - নাওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ ।

(৫২) সাহাজাদপরু বাহারুল উলুম রেজবীয়া মাদ্রাসা

গ্রাম - সাহাজাদপুর, পোঃ- সাহাজাদপুর, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৫২) মাদ্রাসা হানাফীয়া ফায়যানে আলা হজরত

গ্রাম - হড়হড়িয়া, পোঃ- ইসলামপুর, থানা - ইসমালাপুর , জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৫৩) মাদ্রাসা বারকাতীয়া দারসে নিজামীয়া

গ্রাম - ভান্ডারা, পোঃ- ভান্ডরা, থানা - রানিতলা, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৫৪) পাঁচগ্রাম জুনিয়ার মাদ্রাসা দারুল হুদা

গ্রাম,পোঃ- পাঁচগ্রাম, থানা - নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৫৫) মাদ্রাসা গওসিয়া আব্দুস সামাদিয়া

গ্রাম - মোহাম্মাদপুর, পোঃ - মোহাম্মাসপুর, থানা - নাওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরিয়াতের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন নবী

মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দিন রেজবী

ঈদ শব্দের অর্থ - আনন্দ, খুসি, উৎসব ।

মিলাদ শব্দের অভিধানিক অর্থ - জন্ম দিবস ।

মিলাদ এর পারিভাষিক অর্থ - এমনি উৎসব যা প্রিয় নবী মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আগমন দিবস উপলক্ষে করা হয় এবং যা বিভিন্ন পন্থায় পালন করা হইয়া থাকে যেমন - প্রিয় নবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা, কোরয়ান শরীফ পাঠ করা, নাত শরীফ, গজল আবৃতি করা, জুলুশ করা, উক্ত দিনে রোজা রাখা ইত্যাদি ।

এই দিনকে উৎযাপন করাকে কেন্দ্র করে কিছু নামধারী মুসলমান সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং কিছু লেংড়া যুক্তি উথাপন করতঃ নবী মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আগমন দিবস পালন করা যাবে না বলে ফতওয়া বাজী করিয়া থাকেন । অথচ নিজের বিবাহ বার্ষিকী (নির্লজ্জ দিবস) ও সন্তানাদীর জন্ম দিবস পালন করার সময় উক্ত ফতওয়া ভুলিয়া যান । বলার অনেক কিছু থাকিলেও এখানে ইতি করিতেছি কারণ কলেবরে অনেক বাড়িয়া যাইবে । কেবল মাত্র সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কোরয়ান ও হাদীস ভিত্তিক প্রদান করিব যাহা বিরোধিরা সুন্নী মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করিবার জন্য করিয়া থাকেন ।

(১) সর্ব প্রথম কে কাহাদের নিয়া মিলাদ বা নবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা ও তাঁহার আগমনের সংবাদ দিয়াছেন ?

উত্তর - মহান আল্লাহ তায়ালা আত্মা জগতে সমস্ত নবী ও রসুলদিগকে একত্রিত করতঃ মিলাদ শরীফ বা নবীর জন্ম বৃত্তান্ত, আগমনের বর্ননা করিয়াছেন। একেঅপরকে স্বাক্ষি করতঃ তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার ও সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি নিয়াছেন ।(সুরা আল ইমরান ৮১ নাম্বার আয়াত)

(২) কোরয়ান শরীফে নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আগমন দিবসে আনন্দ বা খুশি করার কোন প্রমান আছে ?

উত্তর - মহান আল্লাহ তায়ালা কোরয়ান মাজীদে সুরা ইউনুস ৫৮ আয়াতের মধ্যে বলেন - قل بفضل الله و برحمته فبذالك فليفرحوا প্রিয় পায়গম্বর বলিয়া দিন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া পাইলে মুসলমানেরা যেন আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করিয়া থাকে ।

এই আয়াত পাকে আল্লাহ পাক আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমার নিকট থেকে কোন অনুগ্রহ, দয়া পাইলে মোমিনগন নির্দ্বিধায় আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করিবে । এখন এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার মহা অনুগ্রহ ও দয়া কি ? এই প্রশ্নের উত্তর কোরয়ান মাজিদে সুরা আম্বিয়ার ১০৭ আয়াতে দেওয়া হইয়াছে । আল্লাহ তায়ালা বলেন - وما ارسلنك الا رحمة للعلمين 'আমি তোমাকে প্রেরন করেছি রহমাতুল্লিল আলামিন বা মহা অনুগ্রহ, দয়াশীল করিয়া' । এখন বিরোধীদের নিকট আমার প্রশ্ন যে, নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে বড় রহমত ও অনুগ্রহ, দয়া আর কি হইতে পারে ? প্রথম আয়াত পাকে বলা হইল যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া পাইলে মুসলমানেরা যেন আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করিয়া থাকে ।

(৩) নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কি নিজের জন্ম দিবস পালন করিয়াছেন ?

উত্তর - হজরত আবু কাতাদাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত যে, হুজুর পাক সাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রতি সোমবার রোজা রাখিতেন তাহার কারন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন - فقال فيه ولدت وفيه انزل على উক্ত দিনে আমার আগমন, (দুনিয়াবী) জন্ম হইয়াছে আর আমার উপরে কোরয়ান অবতীর্ন হইয়া ছিলো । (মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বাল) এই হাদীস থেকে প্রমান হয় যে, প্রতি সোমবার রোজার মাধ্যমে নিজ মিলাদ বা জন্ম দিবস স্মরন করিতেন ।

(৪) সাহাবায়ে কিরাম কি কোন দিন নবী পাকের জন্ম দিবস স্মরন করিয়াছেন ?

উত্তর - ইমাম বোখারীর উসতাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল লিখিয়াছেন, হজরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - একদা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অনেক সাহাবী এক সঙ্গে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বসিয়া রহিয়াছ ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينابك قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال اما انى لم استحلفكم تهمة لكم وانما اتانى جبريل عليه السلام فاخبرنى ان الله عزا وجل يباهى بكم الملائكة ـ

তাহারা উত্তর দিলেন - আমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য এবং আপনাকে প্রেরন করিয়া আমাদের যে, মহা অনুগ্রহ,দয়া করিয়াছেন তার শুকরিয়া আদায় করার জন্য বসিয়া রহিয়াছি । হুজুর পাক বলিলেন - আল্লাহর কসম ! তোমরা কি এই জন্য বসিয়া রহিয়াছ ? সাহাবাবর্গ বলিলেন আল্লাহর কসম ! আমরা এই জন্য বসিয়া রহিয়াছি। এবং হুজুর পাক বলিলেন - এখনই আমার নিকট জিবরাইল আলাইহি স্সালাম আসিয়া ছিলেন এবং বলিলেন তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নিকটে গর্ববোধ করিতেছেন । (নাসাঈ, তীবরানী, মুয়জামুল কবীর)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম সমবেত হইয়া হুজুর পাকের মিলাদের শুকরিয়া আদায় করিতেন এবং মহান আল্লাহও গর্ব করিতেন ফেরেশতাদের নিকটে ।

(৫) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আবির্ভাব দিবসে আনন্দ খুশি করিলে কি কোন উপকার পাওয়া যাইবে?

উত্তর - ইসলামিক ইতিহাসে এক চরম জঘন্যতম ব্যক্তির নাম হল আবু লাহাব । সে ছিল শীর্ষস্থানিয় কাফেরদের মধ্যে একজন এবং কাফের হইয়া মরিয়া ছিল । তার মৃত্যুর পরে একদিন হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর স্বপ্নে সাক্ষাত হয় আবু লাহাবের সাথে এবং হজরত আব্বাস জিজ্ঞাসা করেন যে, মরনের পর তোমার অবস্থা কি ?

قال ابولهب لم الق بعد كم خير انى سقت فى هذه بعتا قتى ثوبيه সে বলিল - আমি দিন রাত কঠিন আজাবের মধ্যে থাকি কিন্তু সোমবার দিন আমার আজাব কম করা হইয়া থাকে আর আমার আঙ্গুল হতে পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে, যাহাতে আমি আরাম অনুভাব করি । (বোখারী)

আবু লাহাবের আজাব কম হওয়ার ও তার আঙ্গুল হতে পানি প্রবাহের কারন কি ? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে দিন দুনিয়াতে আসেন এই খবর আবুলাহাবের দাসী সাওবীয়া আবুলাহাবকে শোনাইলে আবুলাহাব খুশি হইয়া সাওবীয়াকে আজাদ করিয়া দেন, সেই কারনে সোমবার দিন আজাব কম হইয়া থাকে এবং যে আঙ্গুলে ইশারায় আজাদ করা হইয়া ছিল সেই আঙ্গুল হইতে পানি প্রবাহিত হইয়া থাকে । যেমন বোখারী শরীফে রহিয়াছে -

فلما مات ابولهب فراه بعض اهله بشر حبية قال له ماذالقيت؟ قال ابولهب لم الق بعد كم خيرا انى سقيت فى هذه بعتا قتى ثوبية ـ

যখন আবু লাহাব মৃত্যু হল তখন তার কিছু পরিবার বর্গকে তার (লাহাবের) দুরবস্থা দেখানো হয়ে ছিলো । যে দেখিয়া ছিল সে জিজ্ঞাসা করিলো - তুমি কি পেয়েছ ? আবু লাহাব বলল - আমি কোন শাস্তি পাইনি, তবে সাওবীয়াকে আজাদ করার জন্য আমাকে পানি পান করানো হইয়া থাকে ।

মুসলমান ! আবু লাহাবের মত এক নিকৃষ্ট কাফের যদি নবীর আগমনের খুশির কারনে জাহান্নামে আজাবেও সামরিক শাস্তি পায়, তাহলে আমরা কেন আশা রাখবোনা যে ঈদে মিলাদুন নবী পালনের কারনে কিয়ামতের দিন নাজাত পাওয়ার ।

(৬) নবী দিবসের দিনে পতাকা উত্তোলনের কোন প্রমান আছে ?

উত্তর - ইমাম সিউতী আলাইহির রহমা বলেন - হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আগমন কালে হজরত জিবরাইল আমীন জান্নাত হইতে তিনটি পতাকাসহ সত্তর হাজাহ ফেরেশতাকে নিয়ে প্রিয় নবীর ভূমিষ্টগৃহে উপস্থিত হন এবং সেই জান্নাতি পতাকা পৃথিবীর পূর্বে প্রান্তে একটি আর পশ্চিম প্রান্তে একটি আর একটি পবিত্র কাবা গৃহে উত্তলন করেন । ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পতাকা বা ঝাণ্ডা লাগানো ফেরেশতাদের সুন্নাত ।

(৭) নবী দিবসের দিনে মিছিল কেন করা হয় ?

উত্তর - মুসলিম শরীফের হাদীসে আসিয়াছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে দিন মক্কা হইতে মদীনায় গমন করেন সে দিন মদীনাবাসী মিছিল করতঃ প্রিয় নবীকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

উম্ম অভ্যর্থনা জানান । হাদীসের ভাষা যথারূপ -
فصعد الرجال و النساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله ।

পুরুষ ও মহিলাগন ঘরের ছাদের উপরে উঠিয়া যায় আর নব যুবক দাস দাসীরা রাস্তায় ঘোরা ফেরা করছিল এবং নারায়ে রিসালাতের স্লোগান দিচ্ছিল যথা রুপে - ইয়া মুহাম্মাদ ইয়া রসুলাল্লাহ, ইয়া মুহাম্মাদ ইয়া রসুলাল্লাহ ।

অন্য এক বর্ননায় আসিয়াছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হিজরতের সময় মদীনা শরীফের নিকটবর্তী হইলেন তখন বুরীদা সালমী নামক এক ব্যক্তি নিজের সত্তর সঙ্গিকে নিয়ে ইসলাম গ্রহন করেন আর প্রিয় নবীর নিকট আবেদন করেন যে, পতাকাসহ মদীনায় প্রবেশ করার জন্য এবং নিজের পাগড়িকে নেজার (বল্লম জাতীয় অস্ত্র) উপর বাঁধিয়া ঝাণ্ডা করিয়া হুজুর পাকের আগে আগে চলিতে থাকেন । (আল অফাউল অফা প্রথম খণ্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা)

(৮) ইসলাম ধর্মে তো কেবল দুইটি ঈদ কিন্তু তৃতীয় ঈদ কোথায় থেকে আসিলো ?

উত্তর - উপরূক্ত কথাটি নিছক একটি ভুল রুথা, এই কথার কোন ভিত্তি নাই বরং একটি মুর্খামি কথা । কেননা হাদীস পাকে জুময়ার দিনকেও ঈদ বলা হইয়াছে ।

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু বর্ননা করেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - অবশ্যই জুময়ার দিনই ঈদের দিন, নিজ ঈদের দিনে রোজার দিন করবে না, অবশ্যই তার আগে ও পরের দিন রোজা রাখিতে পার । (সহি ইবনে মাজা, সহি ইবনে হিব্বান)

ان يوم الجمعة سيد الايام واعظمها عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر.

জুময়ার দিন সমস্ত দিনে সরদার এবং মহান আল্লাহর নিকট সমস্ত দিনের থেকে উত্তম আর আল্লাহর নিকট ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর থেকেও শ্রেষ্ট । (মুয়জামুল কাবীর, তিবরানী)

(৯) জুময়ার দিন ঈদ কেন ? এবং ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর থেকেও শ্রেষ্ট, উত্তম কেন ?

উত্তব - হাদীস পাকে আসিয়াছে, হজরত আউস বিন আউস বর্ননা করিয়াছেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم و فيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا علي من الصلاة فيه.

তোমাদের দিনের মধ্যে সর্ব উত্তম দিন হল জুময়ার দিন, এবং এই দিনে হজরত আদাম আলাইহিস সালামের জন্ম হইয়া ছিল আর উক্ত দিনে ইন্তেকাল করিয়া ছিলেন এবং উক্ত দিনে বাঁশি (ইসরাফিল আলাহিস সালাম) বাজাবেন, তাই তোমরা ঐ দিনে বেশি বেশি করে আমার প্রতি দরুদ প্রেরন করো, অবশ্যই তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হইয়া থাকে । (ইবনে মাজা, আবু দাউদ, নাসঈ)

উপরূক্ত হাদীসে প্রমান হইল যে, জুময়ার দিনে হজরত আদম আলাইহিস সালামের জন্ম হইয়া ছিল এবং জুময়ার দিনকে ঈদ বলা হইয়াছে । যদি আদম আলাইহিস সালামের জন্ম হওয়ার কারনে জুময়াকে ঈদ বলা হয় তাহলে আদমের যিনি নবী, সমস্ত নবীর নবী যিনি, সমস্ত রসুলের রসুল যিনি, যার জন্য সমস্ত কায়েনাত, যাকে সৃষ্টি না করলে খোদা কিছুই সৃষ্টি করতেন না বরং খোদা নিজেকে প্রকাশ করিতেন না সেই নবীর আগমন দিবস ঈদ হইবে না কেন ? বরং কেবল ঈদ নয়, সমস্ত ঈদের শ্রেষ্ট ঈদ হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অর্বিভাব দিবস । এই হাদীস থেকে ইহাও হয় যে, মুসলমানদের কেবল দুইটি ঈদ নয়, বহু ঈদ রহিয়াছে যেমন সুরা মায়েদার ১১৪ আয়াতে বলা হইয়াছে-

اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا.

হে আমার প্রতি পালক ! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য খাঞ্চা অবতরন করুন যাহা আমাদের জন্য ঈদ হইবে, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ ।

হজরত ইসা আলাইহিস সালাম খোদার নিকট থেকে খাদ্য বস্তু অবতীর্নের দিনকে ঈদ বলে আখ্যাইত করিয়াছেন, আর যে দিন মানবতার মুক্তির দিশারী অবতীর্ন হইয়াছেন সেই দিন ঈদ হইবে না ?

(১০) ১২ই রবিউল আউয়াল না ৯ই রবিউল আউয়াল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করিয়া ছিলেন ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর - ইহা সর্বজনিন স্বীকৃত যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়ালে আসিয়া ছিলেন। এমন কি ভিন্ন ধর্মের মানুষরাও এই তারিখকে মানিয়া নিয়াছেন তাই বিশ্বের সমস্ত খৃষ্ঠান ও হিন্দু দেশও উক্ত দিনে জাতিয় ছুটি বলিয়া পালন করা হইয়া থাকে । কেবল মাত্র ওহাবী রাষ্ট সৌদী আরব, কাতার আর ইহুদী রাষ্ট ইসরাইল ব্যতীত বিশ্বে সমস্ত রাষ্ট ঈদে মিলাদুনাবী উদযাপন করিয়া থাকেন । যাহারা ৯ তারিখ বলিয়া মত পোষন করিয়া থাকেন তাহারা কেন ৯ তারিখে মিলাদুন নাবী পালন করেন না ?

ঐতহাসিভাবে ১২ তারীখকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, আমি এখানে কিছু বিশ্ব বিখ্যাত বিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি যেমন - আল বেদায়া অন নেহায়া - খন্ড ২ পৃষ্ঠা ২৭২, সিরাতুন নবী ইবনে কাসির - খন্ড ১পৃষ্ঠা ১৪৩, সিরাতুন নবী ইবনে হশাম - খন্ড ১ পৃষ্ঠা ১৭২, মাদারেজুন নবুওয়াত- খন্ড ২ পৃষ্ঠা ২৩, তারীখে ইবনে খালদুন - খন্ড ২ পৃষ্ঠা ২৩, শোবুল ঈমান - খন্ড ২ পৃষ্ঠা ১৪৭, দালাইলুল নবুয়াত - খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৯৫ ইত্যাদি ।

(১১) যদি মানিয়া নেওয়া হয় যে, ১২ই রবিউল আউয়াল নবী দিবস কিন্তু ঐ দিনে তো নবী ইন্তকাল করিয়া ছিলেন তাহলে কেন উক্ত দিনে ঈদ না আনন্দ করা হয় বরং দুঃখ করা দরকার ?

উত্তর - পৃথিবীতে বহু পায়গম্বর নিজ উম্মাতের হাতে শহিদ হইতে হইয়াছেন কিন্তু আমাদের নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খোদাই ডাকে সাড়া দিয়া আমাদের হইতে বিদায় নিয়াছিলেন । বিভিন্ন সময় কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও ঐ জঘন্য কুকর্ম(হত্যা) হয়নি । তাই খোদার নিকট শুকরিয়া আদায় করতঃ খুশি, আনন্দ করা হইয়া থাকে । আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বিধবা ব্যতীত দুঃখ বা শোক কেবল তিন দিন করা উচিত । হাদীস পাকে অসিয়াছে

لا يحل لامراة تومن بالله و اليوم الاخران

تحد على فوق ثلاث الا على زوج -

(বোখারী ও মুসলিম) ।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল এক মুহুর্তের জন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি অ সাল্লামের উপরে মৃত্যু আসিয়া ছিল, কোরয়ানী বিধান বাস্তবায়ন হইবার জন্য । পরমুহুর্তে তিনি অনন্ত জীবন পাইয়া যান । একই দিনে জন্ম ও মৃত্যু হইলে যে শোক পালান করিতে হইবে এমন কথা নয় । কেননা জুময়ার দিনে আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামের জন্ম ও অফাত হইয়া ছিল তা সত্বেও জুময়া দিনকে ঈদ বলা হইয়াছে । (৮-৯ নাং প্রশ্নের উত্তর দেখুন)

(১১) কোন মুহাদ্দিস, মুফাসসির, উলামায়ে কিরাম ও বজুরগানে দ্বিনেরা কি মুলাদুন নবী করিয়াছেন বা করা জায়েজ বলিয়াছেন তার কোন প্রমান আছে ?

উত্তর - ঈদে মিলাদুন নবী এমন একটি বিষয় যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্ব স্তরের দ্বারা সর্ব জনিন ভাবে স্বীকৃত । এই বিষয়ের উপর বহু মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফোক্বীগন সতন্ত্র কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন এবং নিজেরাই আমলও করিয়াছেন। আমি বিশেষ বিশেষ কিছু নাম উল্লেখ করিতেছি মাত্র । আল্লামা ইবনে জাওজী, ইমাম সামসুদ্দীন জিরজানী, সারহে মুসলিমের ইমাম নববীর উসতাদ শায়েখ ইমাম আবু শাম্মাহ, ইমাম কামাল উদ্দীন আফুদী, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে কাসির, ইমাম সমসুদ্দীন বিন নাসুরুদ্দীন দামেশকী, ইমাম আবু জার ইরাকী, সারে বোখারী সাহিবে ফতহুল বারী আল্লামা ইবনো হাজার আসকালানী, ইমাম সমসুদ্দীন সাখাবী, ইমাম জালালুদ্দীন সিউতী, ইমাম কাসতালনী, ইমাম মোহাম্মাদ বিন ইউসুফ সলেহ, ইমাম জুরকানী, শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী, শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, উলামায়ে দেওবন্দীদের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী, মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী প্রমুখ ।

ঈদে মিলাদুন নবীর বিরোধী কারা ?

ইমাম ইবেন কাসির বলেন - ইবলিস শয়তান চার বার উচ্ছ স্বরে কাঁদিয়া ছিল । (১) আল্লাহ তায়ালা যে দিন ইবলিসকে শয়তান বলিয়া অভিসাম্পদ করিয়াছেন । (২) যখন তাকে জান্নাত হইতে বিতাড়িত করিয়া জমিনে ফেলিয়া দেওয়া হইয়া ছিল । (৩) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লমকে যে দিন দুনিয়াতে প্রেরন করা হইয়া ছিল । (৪) যে দিন সুরা ফাতিহা অবতীর্ন হইয়া ছিল । (বেদায়া আন নেহায়া খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৫৭০)

বর্তমান বিশ্বে যাহারা মিলাদুন নাবীর বিরোধীতা করিতেছে তাহারা কার পদাঙ্ক অনুসরন করিতেছে তাহা বলার অপেক্ষা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাখেনা । যে কারনে ইবলিশ উচ্ছ আওয়াজে কাঁদিয়া ছিল আজও তার অনুগামীরা মিলাদকে শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া চিলচিৎকার করিতেছে । পৃথিবীতে এমন একটি দেশ নাই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আগমন দিবসে রাষ্ট্রীয়ভবে ছুটি থাকে না, কেবল মাত্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল ও ওহাবী রাষ্ট্র সৌদী আরব ব্যতীত । সৌদী সরকার উক্ত দিনে তাদের গ্রান্ড মুফতী দ্বারা ফতওয়া জারী করান যে, মিলাদুন্নাবী করা বেদাত, শির্ক ইত্যাদি । কিন্তু তারাই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কনডোলিজা রাইসের জন্ম দিনে রাষ্ট্রীয় ভাবে কেক কেটে জন্ম দিবস তারাই পালন করে । (www.fecebook.com/photo.php?fbid=573954282662607=&id) সৌদীর রাজ পুত্র আদেল আল-ওতায়েব আমেরিকার টিভি ব্যক্তিত্ব ও মডেল কিম কারদাশিয়ানের সাথে এক রাত থাকার জন্য এক বিলিয়ান ডলার দেওয়া প্রস্তাব করেন কারদাশিয়ানও তা গ্রহন করেছে (www.fecebook.com/Wahabism.cleaner/photos/pr.418306678227369/811343572257009) সম্প্রতি কয়েক দিন পূর্বে বর্তমান সৌদীর যুবরাজ আমেরিকায় ভ্রমনে গিয়া যে কুকাণ্ড ঘটাইয়াছে যা মানুষ তো দুরের কথা চার পেয়ে জন্তু জানওয়াও ঘৃনায় ও লজ্জায় একাকার হইয়া যাইবে । '২৪ ঘণ্টা টিভি চ্যানেল' এ ছবি ও ভিডিও সহ প্রচার করা হইয়াছে। এমনি নোংরামি করিয়াছে যে আমেরিকার পুলিস তাকে এরেষ্ট করতে বাধ্য হয় । অথচ এখানে সৌদীর গ্রান্ড মুফতী ও কাবার ইমামের কোন ফতওয়া নাই । তারা কেবল ইহুদীদের দাসত্ব করতঃ কোরয়ান ও হাদীকে অপব্যাখ্যা করে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যতাকে কিভাবে ফাটল ধরানো য়ায় তার চিন্তায় বিভোর । তাই কখনো মাযহাব মানা শির্ক, মিলাদ কিয়াম হারাম, আল্লাহ নিরাকার নয়, আল্লাহর হাত,পা, নাক, মুখ, বসার স্থান ও বসিয়া আছেন, নবীর রওযা পকে যাওয়া গুনার কাজ, নবী নিরক্ষর ইত্যাদি বিষয়ে ফতওয়া দিয়ে মুসলিম সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতেছে। ওহাবীদের অপকর্মের ইতিহাস আমি কি লিখব ! আল্লামা কামার বেনারসির কথা দিয়ে শেষ করছি ।

পড়তা হুঁ তো ক্যহতি হ্যায়, খালিক কি কিতাব,
হ্যায় মিসলে এহুদী, সৌদী ভি আজাদ,
উস কওমকে বারেমে কামার কেয়া লিখে
জো ক্বাবে কি কামাই সে পিতে হ্যায় শরাব ।

সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফী জামায়াত

আল হামদুলিল্লাহ, এখনো পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় সুন্নীদের সংখ্যা সব চাইতে বেশি । শত শত মাদ্রাসা মাকতাব ও হাজার হাজার আলেম তালিবুল ইল্ম রহিয়াছে । তবে দুঃখের বিষয় যে, সংগঠনের অভাবে আমরা একটি জায়গায় শুন্যস্থানে ছিলাম যে, সরকার আমাদের সম্পর্কে অবগত নয় । আজ বাতিল ফিরকাগুলি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সব সময়ে সরকারের নজরে রহিয়াছে । বিভিন্ন সংবাদ ও সংবাদপত্রে তাহাদের নাম ধাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । ফলে সুন্নীদের উপরে বাতিলের একটি প্রভাব পড়িয়া যাইতেছে । এখন আমরা যদি নিরব থাকিয়া যাই, তাহা হইলে অদুর ভবিষ্যতে হানাফী মাযহাব হাজারে হাজার হইয়াও পরমুখি হইয়া থাকিতে হইবে । তাই আমরা পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত সুন্নী হানাফীগনকে একটি প্লাটফর্মে আনিবার জন্য কায়েম করিয়াছি, একটি সংগঠন - সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফী জামায়াত। এই জামায়াতের মূখ্য ভুমিকায় রহিয়াছেন বাসুবাটি দরবার শরীফের পীরজাদা সাইয়েদ তাফহীমুল ইসলাম সাহেব কিবলা এবং পশ্চিম বাংলার বহু বুদ্ধিজীবি ও বিশিষ্ট বহু আলেম । আল হামদুলিল্লাহ, আপনাদের নগন্য খাদেম গোলাম ছামদানী রেজবী এই সংগঠনের সভাপতি । পরে জামায়াতের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হইবে ।

আমাদের উদ্দেশ্য

(ক) ধর্মপ্রান মানুষের সঠিক পথ ও আকীদা চিহ্নিত করা ।

(খ) ইসলাম ও সম্প্রীতির বাতাবরণ জাগাইয়া তোলা ।

(গ) ইসলাম অবমাননাকারী, নবী ও ওলীদের তাওহীন কারীদের প্রতিবাদ করা ।

(ঘ) বেদখল ওয়াকাফ সম্পত্তি উদ্ধার করা ।

(ঙ) সংখ্যালঘুদের দাবি দাওয়া ও ইমাম ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে লক্ষ রাখা ইত্যাদি ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাবেতায়ে মাদারিসে সুন্নীয়া

বিশেষ করিয়া মাদ্রাসা পরিচালকদের বলিতেছি । আপনারা অবগত রহিয়াছেন কিনা ! উলামায়ে দেওবন্দ একটি 'রাবেতা' কায়েম করিয়াছে । পশ্চিম বাংলায় তাহাদের যত মাদ্রাসা রহিয়াছে, সমস্ত মাদ্রাসার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। অনুরূপ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ও তাহাদের সমস্ত মাদ্রাসার তালিকা প্রকাশ করিয়াছে । আহলে হাদীস ও দেওবন্দীদের পক্ষ থেকে তাহাদের তালিকাগুলি সমস্ত জায়গায় পৌছাইয়া দেওয়া হইতেছে । সেই তালিকায় যে সমস্ত মাদ্রাসার নাম থাকিবে না সেই মাদ্রাসাগুলি কালেকশন পাইবে না । এমন কি, এই তালিকা গুলি বহু সুন্নী দাতাগনের হাতে ধরাইয়া দেওয়া হইতেছে । অনেকে সেই দেওবন্দী ও ওহাবীদের রাবেতার তালিকা হাতে নিয়া সুন্নী মাদ্রাসা গুলির কালেকশান বন্ধ করিয়া দিয়াছে । আল হামদুলিল্লাহ ! আমি আমার এই রাবেতার মাধ্যমে আনেকগুলি সুন্নী মাদ্রাসাকে ডাকিয়া কালেকশানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি । ইহাতে কাহারো এক পয়সার ক্ষতি হইবে না, বরং বড় ধরনের উপকার রহিয়াছে। অবিলম্বে আমাদের সহিত যোগাযোগ করতঃ রাবেতার সদস্য পদ গ্রহন করুন । যে সমস্ত মাদ্রাসা রাবেতার সদস্য হইয়াছে সে গুলির নাম ধারাবাহিক প্রকাশ করা হইবে এবং আগমী রমযানের পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত মাদ্রাসার একটি তালিকা পুস্তক আকারে প্রদান করা হইবে। আতিসত্তর রাবেতার **ওয়েব সাইট** চালু করা হইবে । উক্ত ওয়েব সাইটে রাবেতার যুক্ত মাদ্রাসা সমুহের ছবিসহ বিস্তারিত প্রকাশ করা হইবে ইশায়াল্লাহ ।

—ঃ পরীক্ষা সেন্টারঃ—

মুর্শিদাবাদের মধ্যে যে মাদ্রসাগুলি রাবেতা ভুক্ত হইয়াছে, আগামী রমযানের পূর্বে সেই সব মাদ্রাসা গুলির পাঁচটি সেন্টারে পরীক্ষা নেওয়া হইবে । প্রয়োজনে আরো সেন্টার বাড়িতে পারে । এই সেন্টার গুলিতে পাঁচজন মুমতাহিন বা পরীক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং প্রয়োজনে আরো মুমতাহিন বাড়িতে পারে । পরীক্ষার নিয়মাবলী পরে জানানো হইবে।

—ঃ রাবেতার উদ্দেশ্য ঃ—

(ক) পশ্চিম বাংলার সমস্ত সুন্নী মাদ্রাসাগুলির জন্য একটি বোর্ড কায়েম করা ।

(খ) পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সেন্টার কয়েম করা ।

(গ) পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত মুদার্রিসগনের একটি টিম তৈরি করা ।

(ঘ) পরীক্ষার্থীদের মধ্য যাহারা এক থেকে দশের মধ্যে আসিবে তাহাদের জন্য পুরস্কার বিতরনের ব্যবস্থা করা ।

(ঙ) প্রতি বৎসর সম্ভব না হইলে প্রতি তিন বৎসরের মাথায় রাবেতার সমস্ত মাদ্রাসাগূলির ছাত্র ও মুদার্রিসকে নিয়া একটি বিশেষ স্থানে সমবেত করতঃ বড় ধরনের সম্মেলন করা ।

(চ) সিলেবাসের মধ্যে কোন মাদ্রাসায় বাতিল ফিরকার লেখা কোন কিতাব পড়ানো হইতেছে কিনা লক্ষ রাখা ।

(ছ) ছাত্র ও শিক্ষকগনের পড়া ও পড়ানোর মধ্যে কোন দুর্বলতা রহিয়াছে কিনা লক্ষ রাখা ।

(জ) সমস্ত ছাত্র যথার্থ ভাবে আকীদা ও আমলের উপর গড়িয়া উঠিতেছে কিনা লক্ষ রাখা ।

(ঝ) প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে শরীয়াতানযায়ী দেশ প্রেম বোধ জন্মাইয়া দেওয়া ।

(ঞ) কোন মাদ্রাসার উপরে চক্রান্তমুলক কোন প্রকার হস্তক্ষেপ হইলে রাবেতার পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো ইত্যাদি।

—ঃ পরিক্ষকগন ঃ—

(১) মুফতী মুজাহিদুল কাদেরী সাহেব কিবলা, শায়খুল হাদীস, মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া গাড়িঘাট, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

(২) মুফতী আব্দুল লতিফ রেজবী, শিক্ষক - জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া , সাইদাপুর, সন্মতিনগর, মুর্শিদাবাদ।

(৩) মুফতী মোহসিন আলী রেজবী, শিক্ষক - মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া গাড়িঘাট, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

(৪) কারী সাইফুদ্দীন রেজবী সাহেব কিবলা, শিক্ষক - জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া , সাইদাপুর, সন্মতিনগর, মুর্শিদাবাদ।

(৫) মুফতী রফীকুল ইসলাম রেজবী সাহেব, শিক্ষক - মাদ্রাসা মিসবাহুল উলুম, বদুপাড়া, রানি নগর, মুর্শিদাবাদ ।

—ঃ পরীক্ষা সেন্টার গুলির নাম ঃ—

(১) তাজদারে আলাম মাদ্রসা - মহদীপাড়া, ডোমকল ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) মাদ্রাসা গওসিয়া মুঈনিয়া সুন্নীয়া - সুন্দর পুর, কান্দী।
(৩) মাদ্রাসা বারকাতীয়া দারসে নিজামীয়া
গ্রাম - ভাণ্ডারা, পোঃ - ভান্ডারা, থানা - রানিতলা, মুর্শিদাবাদ।
(৪) নিমগ্রাম বেলুড়ি শাহ রহমানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম - নিমগ্রাম , পোঃ- নিমগ্রাম, থানা - নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ।
(৫) কালুপুর মিসবাহুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম - কালুপুর, পোঃ- বেওচিতলা, থানা - দৌলতাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

—ঃ রাবেতা সম্পর্কে অভিমত ঃ—

(১) চন্ডিদাস মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যসিস্ট্যান্ট প্রফেসার সেখ আতাউর রহমান সাহেবের অভিমত।

শ্রদ্ধেয় মুফতীয়ে আযমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী সাহেবের নেতৃত্বে 'অল বেঙ্গল রাবেতায়ে মাদারিসে সুন্নীয়া' গঠিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সুন্নী মাদ্রাসাগুলিকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে এসে মাদ্রাসা গুলির আধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মানোন্নয়ন, কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে যথার্থ মূল্যায়ন, প্রশাসনিক কার্যে পর্যপ্ত সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান এবং সর্ব্বোপরি রাজ্য বা তার বাহিরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলির বিশেষ পরিচিতি ও সম্ভাব্য দাতাদের নিকট থেকে দান পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধিতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং সময়োপযোগী।

এই প্রশংসনীয় উদ্যেগের কর্নধারদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি সমস্ত সুন্নী মাদ্রাসাগুলি নিজেদেরকে অবিলম্বে 'রাবেতা' অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতে আনেক ইতিবাচক ফল ভোগ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

(২) কলকাত সুরেন্দ্রনাথ কলেজের লেকচারার নৌশিন খানের অভিমত।

বিশেষসুত্রে জানিতে পারিলাম যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সুন্নী মাদ্রাসাগুলি একটি বোর্ডের আওতায় আনিবার সংকপ্ল করিয়াছেন মুফতীয়ে আযমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানি রেজবী। মুফতী সাহেবের এই সংকপ্লটি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। 'অল বেঙ্গল রাবেতায়ে মাদারিসে সুন্নীয়া' নামক যে বোর্ডটি তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা সুন্নী মাদ্রাসাগুলির যথাযথ পঠনপাঠনের মান উন্নয়নে সহায়ক হইবে।

মাদ্রাসা পরিচালকদের নৈতিক দায়িত্ব হইবে যে, তাহারা যেন এই রাবেতায় ভুক্ত হইয়া যান। কারন, রাবেতা ভুক্ত হইলে তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান কত সুদৃঢ় এবং সহজেই মুল্যায়ন করিতে পারিবেন যে, আপনার মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

—ঃ রাবেতার অর্ন্তভুক্ত মাদ্রাসা সমূহ ঃ—

(১) দারুল উলুম জিয়াউল ইসলাম
বিলিয়াস রোড, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া।

(২) মাদ্রাসা হোসেনিয়া গওসিয়া
গাডেনরিজ, ধানখেতি, কলকাতা - ২৪

(৩) দারুল উলুম রেজায়ে মুস্তাফা
মেটিয়াবুজ, লাল মসজিদ, কলকাতা - ২৪

(৪) মাদ্রাসা আনওয়ারে মুস্তাফা
মুল্লাবাগান, সন্তসপুর, কলকাতা - ২৪

(৫) দারুল উলুম কে , আর মাজহারে ইসলাম
গ্রাম - খাঁপুর, পোঃ - কালিকাপতা, থানা - উস্তিহাট, জেলা - দক্ষিন ২৪ পরহানা।

(৬) মাদ্রাসা গওসিয়া হাবিবিয়া
গ্রাম - মৈশা মুন্ডা, পোঃ- অযোধ্যপুর, থানা - কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।

(৭) মাদ্রাসা ত্বাহেরীয়া জিয়াউল হাবীব
গ্রাম - সেলামপুর, পোঃ- পটাশপুর, থানা - পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর।

(৮) সাইয়েদ শাহ রেজা মিশন
গ্রাম - পশ্চিম ভগবানপুর, পোঃ- পেরুয়া, থানা - কাঁথি, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর।

(৯) মাদ্রাসা মোদীনাতুল উলুম চিশতিয়া
গ্রাম - বাসান্তি, পোঃ- বাসন্তি, থানা - কাঁথি, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর।

(১০) মাদ্রাসা মোঈনিয়া ইসলামিয়া কুল্লিয়াতুল বানাত
গ্রাম - উত্তর আদাবেড়িয়া, পোঃ- বাসন্তি, থানা - কাঁথি, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর।

(১১) মাদ্রাসা গওসিয়া ফসিহীয়া মদীনাতুল উলুম সোসাইটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

গ্রাম - খালতিপুর, পোঃ- বাহাদুরপুর, থানা - কলিয়াচক, জেলা - মালদা ।

(১২) দারুল উলুম আসরাফুল আউলিয়া
গ্রাম - উত্তর খালতিপুর, পোঃ- উত্তর খালতিপুর, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা।

(১৩) মাদ্রাসা গওসিয়া সিরাজিয়া জয়নুল উলুম
গ্রাম - বড় বাগান, পোঃ- রহিমপুর, থানা - মানিকচক, জেলা - মালদা ।

(১৪) আল জামিয়াতুল আসুরিয়া মিশন
গ্রাম - আসুরিনগর, পোঃ- কাহালা, থানা - রতনা, জেলা - মালদা ।

(১৫) মাদ্রাসাতুল বানাত আসুরিয়া গুলশানে জহরা
গ্রাম - ভবানিপুর, পোঃ- ইংলিশ বাজার, থানা- ইংলিশবাজার, জেলা - মালদা ।

(১৬) মাদ্রাসা গওসিয়া ফায়যানে সাকিলিয়া
গ্রাম - উত্তর চন্ডিপু, পোঃ- উত্তর চন্ডিপুর, থানা - মানিকচক, জেলা - মালদা ।

(১৭) জামিয়া আলমগীরিয়া আসুরিয়া দারুল উলুম
গ্রাম - দৌলতপুর, পোঃ- বি দৌলতপুর, থানা - হরিশচন্দ্রপুর, জেলা - মালদা ।

(১৮) মাদ্রাসা গুলশানে আসি
গ্রাম - পাকিস্তিতলা, পোঃ- নুরপুর, থানা - রত্না, জেলা - মালদা ।

(১৯) মাদ্রাসা আসুরিয়া হামিদিয়া মুফিজুল কোরান
গ্রাম - হাজিপাড়া, পোঃ- হাজিপাড়া, থানা - বিন্দল, জেলা - উত্তর দিনাজপুর ।

(২০) গোধনপাড়া নুরুল হুদা ইসলামিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম - গোধনপাড়া, পোঃ - গোধনপড়া, থানা - রানিনগর, জেলা - মুর্শিদাবাদ

(২১) মাদ্রাসা সুন্নীয়া গওসিয়া কাবিলিয়া
গ্রাম - কিত্তুনিয়াপাড়, পোঃ- সাহেব রামপুর, থানা জলঙ্গী - জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(২২) ভাদুরিয়াপাড়া দ্বিনী ইল্ম ইলাহি মাদ্রাসা
গ্রাম - ভাদুরিয়াপাড়া, পোঃ- ফরিদপুর, থানা - জলঙ্গী, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(২৩) মুসুরডাঙা আরাবিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম - মুসুরডাঙা, পোঃ- বারুইপাড়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(২৪) বহু মুখি মাদ্রাসা এহিয়াউল উলুম
গ্রাম - আজিমনগর, পোঃ- কালুখালি, থানা - মুর্শিদবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(২৫) মাদ্রাসা হাফিজীয়া দারসে নিজামিয়া কানজুল উলুম
গ্রাম - সামদাসদিয়াড়, পোঃ- মিদাদপু, থানা - রানিনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(২৬) মাদ্রাসা মিসবাহুল উলুম
গ্রাম - ইন্দ্রাহাট বাগানপাড়া, পোঃ- পুরন্দপুর, থানা - কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(২৭) বরাখুলি মিসবাহুল উলুম হাফিজীয়া নেজামিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম - বুরাকুলি, পোঃ- মারিচা, থানা - ইসলামপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

(২৮) মাদ্রাসা রেজবীয়া
গ্রাম - জাফরাবাদ (কাপাশডাঙা), পোঃ- জাফরাবাদ, থানা -মুর্শিদাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(২৯) মেহেদীপাড়া তাজদারে আলম মাদ্রাসা
গ্রাম - মেহেদীপড়া, পোঃ- পি.টি রসুলপুর, থানা - ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩০) চন্ডিবাটি গওসিয়া বরকাতীয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা
গ্রাম - চন্ডিবাটি, পোঃ- মির্জাপুর, থানা - কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩১) মাদ্রাসা জামিয়া নুরীয়া গুলশানে রেজা
গ্রাম - আমিরাবাদ হাজীর বাগান, পোঃ- মরিচা, থানা - রানিনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩২) রওশন নগর নুরিয়া ইসলামিয়া হাফিজীয়া মাদ্রাসা
গ্রাম - রওশন নগর, পোঃ- চাতরা, থানা - ইসলামপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩৩) মাদ্রাসা মানজারে ইসলাম
গ্রাম - নাওদাপাড়া, পোঃ- কলাডাঙা, থানা - দৌলতাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

(৩৪) দৌলতপুর হাফেজীয়া মাদ্রাসা
(এর পর ১২ পৃষ্ঠায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়া বিভাগ

আস্‌সালামো আলায় কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে"

কি বলিতে চাহিয়াছেন ওলামায়ে আহলে সুন্নাত, এই মসআলার ব্যাপার গুলিতে ?

মাসআলা গুলি হল নিম্ন লিখিত ।

(১) মসজিদপুর গ্রামের মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেওয়াল সংলগ্ন মেঝে থেকে দেড় ফুট এর পর থেকে সাড়ে তিন ফুট আল্লাহু আকবার লেখা টাইলস এর দ্বারা সাজানো আছে ।

(২) মসজিদের মিম্বারের সামনে কাবা শরীফ, মসজিদের নবুবী শরীফের ছবির সঙ্গে খোলা অবস্থায় কোরআন শরীফের আয়াতেরও ছবি আছে ।

(৩) মসজিদের মিম্বারে সামনা সামনী যে দরজা আছে তাতে কাবা শরীফের ছবি আছে ।

(৪) মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে দেওয়াল আলমারী আছে। আলমারী রাখা যাবে কিনা ।

(৫) মসজিদের উত্তর দিকে পুরাতন মসজিদ খানিকটা ছাড়া আছে । সেই জায়গাটাতে কি করা যাবে ।

(৬) মসজিদের মধ্যে বা মিম্বারের মধ্যে যে নক্সাগুলি আছে সেগুলি থাকলে কি মসজিদের আদব কায়দা বজায় থাকবে না সেগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে ।

কোরআন ও হাদীসের দলিল মতাবেক জবাব দিলে বাধ্য থাকব।

(৭) মসজিদের দেওয়ালে ইয়া রাসুল্লালাহ্ ও ইয়া গাওস ও ইয়া খাজা আল মাদাদ ইত্যাদি লেখা জায়েজ কি না ?

ইতি

মসজিদপুর গ্রামবাসী বৃন্দ ।

(১) আলি আকবার মন্ডল
(২) সেখ কোরবান আলি
(৩) ডালিম মন্ডল
(৪) সেখ রজব আলি
(৫) সেখ গোলাম আমবিয়া
(৬) মোল্লা রুহুল আমিন
(৭)শেখ নুর মহাম্মাদ

বিঃ দ্রঃ - এই প্রশ্নপত্রের ৬ নং প্রশ্ন পর্যন্ত মুফতি নুরুল আরেফিনের দেওয়া উত্তরপত্রটি এর সঙ্গে দেওয়া হইল ।

অয়া আলই কুমুস সালাম

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- আল্লাহ তাআলার নাম অতি পবিত্র যদি উক্ত মসজিদে আল্লাহর নাম পিছনে দিকে কিংবা নিচুতে হয় তাহলে তা রাখা জায়েজ হবে না বরং উঠিয়ে নিতে হবে

২ নং এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তের ঃ- ক্বোরআন শরীফের আয়াত এবং কাবা শরীফ বা মসজিদে নবুবী শরীফের ছবি যদি পিছনের দিকে বা নিচু স্থানে হয় তাহলে তাহা অদবের খিলাফ হবে ।

বাহারে শরীয়তে বর্নিত আছে 'ক্বোরআন শরীফের আদবের মধ্যে একটি হল তার দিকে যেন পিঠ করা না হয়; (বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ড, ক্বোরআন মাজিদ আউর কিতাবোঁ কে আদাব)

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- আলমারীতে ইসলামী কিতাব ও ক্বোরআন শরীফ রাখেন যদি নিচু স্থানে হয়ে যায় তাহলে সেই আলমারীতে কিতাব পত্র রাখা উচিত হবে না, উল্লেখ্য যদি ঐ আলমারীতে পর্দা করা হয় বা পাল্লা থাকে তাহালে তা বৈধ হবে

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- পুরাতন মসজিদও মসজিদের হুকুমে থাকিবে ।

৬। ১,২,৩ নং প্রশ্নে বর্নিত নক্সাগুলিকে হয় পর্দাতে ঢেকে রাখতে হবে নয় তো কোন পবিত্র সম্মানিত স্থানে রাখতে হবে, যে রুপভাবে ফাতাওয়ায়ে আলাম গিরিতে বর্নিত হয়েছে যে, মসজিদে ঘাস, কোঁড়া (অপ্রয়োজনীয় বস্তু) সম্মানিত স্থানে রাখতে হবে এবং এমন স্থানে রাখা উচিত হবে না যেখানে সম্মানের হানি হয় ।

(আলফাত্ ওয়ায়ে হিন্দিয়া কিতাবুল কারাহিইয়্যা - পঞ্চম খন্ড ৩২৪ পৃষ্ঠা)

ফকির - নুরুল আরিফিন রেজবী ও মোহাম্মাদ ছাফাউদ্দিন সাকাফী ।

.....

(১) উত্তর - والله الموفق والمعين ইহাতে কোন দোষ নাই । আল্লাহর ঘরে 'আল্লাহ' লেখা হইবে দোষ হইবে কেন ! মসজিদের দেওয়ালে কোরয়ান শরীফের

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়াত পাক ইত্যাদি লেখা অবশ্যই জায়েজ । ইহাতে উলামায়ে কিরামদিগের মধ্যে কোন মতভেদ নাই । অবশ্য একাংশ আলেম এইভয়ে মাকরুহ বলিয়াছেন যে, এই লেখা গুলি মানুষের পায়ের তলে খসিয়া পড়িবে । যেমন ফাতাওয়ায় আলাম গিরীর মধ্যে বলা হইয়াছে -

"ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى ان يجوز و بعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت اقدام الناس"

যদি (মসজিদ, মাদ্রাসার) দেওয়ালগুলির উপরে কোরয়ান শরীফ লেখা হয়, তাহা হইলে একাংশ উলামায়ে কিরাম জায়েজ বলিয়াছেন এবং একাংশ উলামায়ে কিরাম মাকরূহ বলিয়াছেন যে, এইগুলি খসিয়া মানুষের পায়ের তলায় পড়িয়া যাইবার ভয় রহিয়াছে । — প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত আলেম মাকরূহ হইবার পক্ষে তাঁহারা মাকরূহ হইবার কারন বলিয়াছেন যে, পায়ের তলায় পড়িয়া যাইবার ভয় রহিয়াছে। এই ভয় না থাকিলে নাজায়েজ হইবার কোন কারন নাই । সুতরাং যখন প্রশ্নপত্রে বলা হইয়াছে যে, দেওয়ালে টাইলস সেট করা রহিয়াছে তখন পায়ের তলায় পড়িয়া যাইবার আদৌ ভয় নাই । সুতরাং নাজায়েজ হইবার কোন কারন নাই ।

(২) মিম্বারে বা মেহরাবে কাবা শরীফ ও মসজিদে নবুবীর ছবি থাকায় কোন দোষ নাই । অবশ্য কোরয়ান মাজীদকে খোলা অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া বেয়াদবী । কোন প্রকারে ঢাকিয়া দেওয়া ভাল হইবে ।

(৩) কোন দোষ নাই ।

(৪) রাখা যাইবে কোন দোষ নাই ।

(৫) মসজিদের কোন অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হারাম । খুব ভুল হইয়া গিয়াছে । অবিলম্বে ছাড়া অংশটি মসজিদের সহিত যুক্ত করিয়া নিয়া কম পক্ষে সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়া জরুরী । মসজিদ কেবল চার দেওয়ালের নাম নয়, বরং নিচের দিকে الى تحت الثرى জমীনের তল পর্যন্ত এবং উপরের দিকে الى عنان السماء আসমান পর্যন্ত মসজিদ ।

(৬) যেগুলি রহিয়াছে সেগুলিকে উঠাইয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত নিলে গোনাহ হইবে ।

(৭) অবশ্যই জায়েজ, অবশ্যই জায়েজ, বরং উলামায়ে কিরাম এইগুলি লেখা জরুরী বলিতেছেন । কারন, ভবিষ্যতের জন্য এই লেখাগুলি প্রমান করিবে যে, এই মসজিদটি সুন্নীদের ।

বিঃ দ্রঃ - (ক) মৌলবী নুরুল আরেফীনের উচিত, নিজে ফাতওয়া না লিখিয়া বেশ কিছু দিন কোন মুফতীর খিদমাতে থাকা । মৌলবী সাহেবের লেখায় বুঝা যাইতেছে যে, এই জবাবটি হইলো তাহার জীবনের প্রথম হাতে খড়ি । কারন, ফাতওয়া লিখিবার শুরু ও শেষ করিবার পদ্ধতি তাহার জান নাই ।

(খ) কোন প্রশ্নের সহিত মৌলবী সাহেবের জবাবের মিল নাই।

(গ) মৌলবী সাফাউদ্দিন সাকাফীর সমর্থন করা বেওকুফী হইয়াছে । কারন, সই না সই করিয়া দিয়া বড় মৌলবী সাজিয়াছে ।

والله تعالى اعلم

(২) হাফেজ শরীফুল ইসলাম, হড়হড়ি, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ ।

আমাদের মসজিদে নতুন কিছু মুসাল্লী নামাজে রাফয়ে ইয়াদাইন করিতেছে , হাদীসে রাফয়ে ইয়াদাইন করিবার কথা রহিয়াছে কিন্তু হানাফী হইয়া রাফয়ে ইয়াদাইন করিতে পারিবে কিনা ?

উত্তর - و الله الموفق و المعين রাফয়ে ইয়াদাইন' করিবার হাদীস মানসুখ বা বাতিল । হানাফীদের জন্য রাফয়ে ইয়াদাইন করিতে যাওয়া গোমরাহী । হানাফী ফিকহা অনুযায়ী চলা অরাজিব । তবে হানাফী ফিকহা কোরয়ান ও হাদীসের বিপরীত নয় । এখন লক্ষ করিবার বিষয় যে, আমি যে হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে রাফয়ে ইয়াদাইন নাই।

"عن انس انه راى رسول صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلوة رفع يديه حتى حاذا بهما اذنيه ثم لم يعود الى شئ من ذلك حتى فرغ من صلاته رواه لدار قطنى"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছেন, যখন তিনি নামাজ শুরু করিতেন তখন তাঁহার দুই হাত তাঁহার দুই কান পর্যন্ত উঠাইতেন। অতঃপর নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আর হাত উঠাইতেন না। (দারুকুৎনী) এই প্রকার অনেক হাদীস দেখানো যাইবে যাহাতে রাফয়ে ইয়াদাইন নাই। অকারনে নিজেদের মাযহাবকে ত্যাগ করা নাজায়েজ ও গোনাহের কাজ। والله تعالى اعلم

(৩) আব্দুল কাদের, ভাতার, বর্ধমান।

আমি আকীদায় ও আমলে ইমাম আবু হানীফাকে মানিয়া থাকি, এই প্রকার কথা বলা কি দোষ হইবে ?

উত্তর - والله الموفق والمعين আকীদাহ ও আমল এক জিনিষ নয়। দ্বীনের কোন মৌলিক বিষয়ে কোন ইমামের তাকলীদ করা জায়েজ নয়। যেমন তাফসীরে রুহুল বাইয়ানের মধ্যে বলা হইয়াছে- "فالتقليد جائز في الفروع والعمليات ولا يجوز في اصول الدين والاعتقاديات" মসলা মাসায়েল ও আমলী বিষয়ে তাকলীদ জায়েজ। দ্বীনের উসুল বা মৌলিক বিষয়ে ও ই'তেকাদী বিষয়ে তাকলীদ জায়েজ নয়। সুতরাং আমরা মসলা মাসায়েলে ইমাম আবু হানীফার অনুসরন করিয়া থাকি বলা সঠিক হইবে।

والله تعالى اعلم

(৪) হুজুর আমি নদীয়া থেকে বলিতেছি, আমার পিতা মাতা ঝগড়া করিবার সময়ে আমার পিতা বলিয়া দিয়াছে - তুই আমার মা। ইহাতে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে কিনা ? অবশ্য এই ঘটনা কেহ জানেনা।

উত্তর- والله الموفق والمعين স্ত্রীকে মা বলিয়া দিলে স্ত্রী মা হইয়া যায় না। আনুরূপ এই কথায় তালাক হইয়া থাকে না। তবে এইরূপ কথা বলা খুবই অনোচিত। তোমার আব্বাকে হাল্কা ভাষায় তওবা করিয়া নিতে বলিবে। ফতওয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বলা হইয়াছে - "لو قال لا مرأته ان فعلت كذا فانت امي ونوى به التحريم فهو باطل لا يلزمه شئ" যদি স্বামী তাহার স্ত্রীকে বলিয়া থাকে, তুমি যদি এইরূপ করো, তাহা হইলে তুমি আমার মাতা এবং ইহাতে যদি হারামের নিয়াত করিয়া থাকে, তাহা হইলে বাতিল হইবে। ইহাতে কিছুই হইবে না।

والله تعالى اعلم

গওসিয়া লাইব্রেরী

লক্ষীডাঙ্গা, মালপাড়া, মুরারই, বীরভুম।

বর্তমানে তরুন, যুবক তথা বাংলা শিক্ষিত সমাজ দ্বীনি বিষয়ে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। বিভিন্ন বাজারী বই পুস্তক পড়া শোনা করিবার কারনে নিজেদের মাযহাব ও মাসলাকের প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়িতেছে। এই শিক্ষিত সমাজকে একদিনের বক্তৃতায় সংশোধন করা সম্ভব নয়। ইহাদের সামনে সুন্নীয়াতের উপরে লেখা বই পুস্তক ব্যাপক ভাবে দেখাইতে না পারিলে আগামী দিনে আমরা আমাদের মাযহাবী দিক দিয়া দুর্বল হইয়া যাইবো। এই কথা চিন্তা করিয়া আমার পরম শ্রদ্ধেয় জনাব গোলাম মোর্তজা সাহেব লক্ষীডাঙ্গা গ্রামে 'গওসিয়া লাইব্রেরী' কায়েম করিয়াছেন। এলাকার ব্যাপক তরুন যুবক লাইব্রেরীর সদস্য পদ গ্রহন করতঃ বই পুস্তক পড়া শোনা শুরু করিয়া দিয়াছে। এপর্যন্ত প্রায় দুইশত বই পুস্তক লাইব্রেরীতে রাখা হইয়াছে। প্রতিটি এলাকায় এই ধরনের সুন্নী লাইব্রেরী কায়েম করা জরূরী। গওসিয়া লাইব্রেরীর সমস্ত সদস্যদের জন্য আমার আন্তরিক সালাম ও দোয়া রহিল। বিশেষ করিয়া গোলাম মোর্তজা সাহেবের জন্য দোয়া করিতেছি আল্লাহ ! তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করতঃ দ্বীনের কাজ করিবার তাওফীক দান করেন।

সুন্নী জাগরন এখন ওয়েব সাইডে — www.sunnijagoran.ga

pdf By Syed Mostafa Sakib

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

সু - সুপথ , সুচেষ্টার আশা,
ন - নবী , অলী গওসের পথের দিশা,
নি - নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা - জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।
গ - গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র - রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন - নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ।

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) আমজাদী তোহফাহ সুন্নী খুতবাহ
(৩) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৪) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(৫) কুরানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ইমান'
(৬) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৮) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৯) দুয়ায় মুস্তফা
(১০) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১১) সেই মহানায়ক কে ?
(১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
(১৩) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
(১৫) 'আনওয়ারে শরীয়াত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৬) মাসায়েলে কুরবানী
(১৭) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৮) 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(১৯) 'কাশফুল হিজাব' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২১) সুন্নী কলম পত্রিকার তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সালাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত
(২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে
(২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মোসনাদে আবু হানীফা
(৩১) মক্কা ও মদীনার মুসাফীর

মূল্য - ১২